Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/146

PRESENTED

3/146

বাণীসুধা

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

ও

সৎপ্রসঙ্গ

LIBRARY
No. 9/316
Shri Shri ... ...yee Ashram
BANARAS

কমলিকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

বাণীসুধা

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

ও

সৎপ্রসঙ্গ

LIBRARY
No. 9/316

কমলিকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী কমলিকা বসু
ভূপেন্দ্র স্মৃতি
আশ্রম-করণীবাদ
বৈদ্যনাথ-দেওঘর, এস, পি

মূল্য ২·৫০ টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীসৌরেন্দ্র নাথ মিত্র
শ্রীভারতী প্রেস
১১ বলরাম বসু ঘাট রোড
কলিকাতা-২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭/৩16

শ্রদ্ধার্ঘ্য

পরম আরাধ্য
শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ
শ্রীকরকমলেষু ॥

হে দেব
তোমার বাণীর মালাটি গাঁথিয়া
পরানু তোমার গলে
যেমন করিয়া জাহ্নবীর পূজা
হয় তো জাহ্নবী জলে।
করুণা করিয়া ভক্তেরে তব
রাখিও চরণতলে
শেষ দিনে যেন ঠাঁই দিও তারে
তোমার অভয় কোলে ॥

প্রণতা
কমল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

LIBRARY
No. 9/316
Sri Sri Anandamayee Ashram
BANARAS

আশীর্ব্বাদ

পরম শুভানুধ্যায়ী শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত সেবক শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ—

সর্বদেশে সর্বধর্মেই সৎসঙ্গের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বহির্জগৎপ্রলুব্ধ ভোগ্যজগৎলুব্ধ মানবের মনে অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা ক্বচিৎ জাগিয়া থাকে; কিন্তু সুকৃতিশালীজন অধ্যাত্ম চিন্তা দ্বারা এই অল্পায়ু জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা চেষ্টিত থাকেন। পরলোকবিশ্বাস আত্মানুসন্ধান ও আত্ম-বিশ্লেষণ ব্যতীত অধ্যাত্মপিপাসা বা নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য অন্তরে কোনও প্রেরণাই পাওয়া যায় না।

সাধু মহাপুরুষ বা যাঁরা প্রবুদ্ধ তাঁদের সান্নিধ্যলাভ হওয়া সুকৃতিসাপেক্ষ। তদপেক্ষা সুকৃতিসাপেক্ষ তাঁদের সান্নিধ্যে গিয়া বৈষয়িক প্রশ্ন না করিয়া আত্মকল্যাণলাভের জন্য সৎপ্রশ্ন ও সৎপ্রসঙ্গ করা।

সুকৃতি ভিন্ন জিজ্ঞাসু হওয়া যায় না। বিভিন্ন প্রশ্ন প্রতিপ্রশ্ন ও উত্তর তুমি শ্রুতিধরার ন্যায় যথাযথভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছ। আমার মনে হয় যে ভাব ও ভাষায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা অবিকলরূপে ন্যস্ত করিয়াছ।

সৎপ্রসঙ্গে গভীর তন্ময়তা না থাকিলে ইহা সম্ভবপর হয় না। কেবল তুমি শ্রবণ কর নাই, সেগুলির যথাযথ মননও করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছ। ইহাতে তোমার কৃতিত্ব পরিচয় পাইয়া আনন্দ বোধ করিতেছি। বক্তা ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বতঃনিঃসৃত বাক্য দ্বারা যে ভাষাপ্রয়োগে ভাবপ্রকাশ করেন, সেইভাবে ভাবিত ভাবুকের হৃদয়েই তাই সংক্রামিত ও প্রোথিত হইয়া যায়। তাই আমার মনে হয়, তোমার মনের মধ্যে যে ভাবধারা স্বতঃ লুক্কায়িত ছিল, ভাষা তাহাই তোমার মধ্যে উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছে এবং লিপিবদ্ধ করিয়া অপরেরও গ্রাহ্য করিয়া রাখিতে পারিলে। তোমার জীবনের অধ্যাত্মকল্যাণ নিয়ত কামনা করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
BANARAS
9/316

নিবেদন

প্রিয় পরমার্থ ভ্রাতা ভগ্নীগণ—

শ্রীশ্রীমহারাজজীর অশেষ কৃপায় তাঁর সদ প্রসঙ্গ বাণী প্রকাশিত হইল। যাঁহারা তাঁকে সত্যই ভালবাসেন ভক্তি ও শ্রদ্ধায় যাঁদের হৃদয় তাঁর শ্রীচরণে উৎসর্গিত তাঁদের নিকট এ বাণী সুধা পরম আদরের ধন ইহাই আমার বিশ্বাস।

যাহা আমি দীর্ঘদিন আপন ধন জানিয়া মহাকৃপণের মত গোপনে রাখিয়াছিলাম আজ জীবনের শেষ অধ্যায়ে তাহা জনগণের আনন্দ ও উপকারের নিমিত্ত পরিবেশিত করিতে প্রয়াস পাইলাম। আশা করি মহারাজজীর প্রিয় সন্তান সন্ততি ইহা আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন।

যাঁহারা মহারাজজীর জীবনী জানিবার জন্য আগ্রহশীল হন, তাঁদের নিকট আমার এই নিবেদন, মহাপুরুষগণের বাণীই তাঁদের জীবনী, তাঁদের আদর্শ, তাঁদের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম। তাঁদের বাণী অনুশীলন করিলেই তাঁদের জীবনের প্রতি পাদ-ক্ষেপ আমরা জ্ঞাত হইতে পারি।

মহারাজজী প্রতিদিন অনুক্ষণ "আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিক্ষায়" এই নীতি পালন করেন, এবং এই নীতিই আমাদের শিক্ষা দেন।

কবে সেই সতের বছর বয়সে তিনি সংসার ছাড়িয়া শ্রীগুরুদেবের চরণে নিজেকে নিবেদন করিয়াছিলেন তার পূর্ব্বারর ষোলটি বছর বয়স কি ভাবে যাপন করিয়াছিলেন উহা আমাদের না জানিলেও ক্ষতি নাই। আমাদের কৌতুহল মিটাইবার জন্য আমরা খবর লইতে গিয়া দেখিব, তাঁর জন্মক্ষণে তাঁর মাতার আনন্দ পিতার তৃপ্তি। সুন্দর নয়ন মোহন শিশু তাই তাঁর নাম করণ হইয়াছিল "মনোমোহন" তাঁর মধুর হাসি তাঁর শান্ত স্বভাব, তাঁর মিষ্ট ভাষা, তাঁর কনিষ্ঠেদের প্রতি প্রীতি স্নেহ, তাঁর বিনয় নম্র মধুর স্বভাব তার সাহিত্যে প্রীতি কবিতায় অনুরাগ সঙ্গীতে তন্ময়তা, সহপাঠিদের সহিত মিষ্ট ব্যবহার, স্বল্পবাক।

কঠোর সাধনার পর শ্রীগুরু কৃপায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি যখন সর্ব্বসাধারণের মাঝে প্রকাশিত হইলেন, এই জীবনধারাই আমাদের জানিবার বিষয়।

সে জীবনে আমরা দেখিতে পাই নিয়মানুবর্ত্তিতা। প্রথম দিনে যে অভ্যাস যোগে যুক্ত হইয়াছিলেন সিদ্ধাবস্থাতেও সেই অভ্যাস ত্যাগ করেন নাই। আমাদের শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিদিন ভোর চারটায় তাঁর গৃহে আলো জ্বলিয়া উঠে, কঠোর পরিশ্রম তাঁকে রাত দুটোর আগে শয্যা দেয় না, (অনেক সময় কীর্ত্তনেই দুটো বাজিয়া যায়), কিন্তু সে জন্য তাঁর নিদ্রা ভোর চারটের পর তাকে নিদ্রামগ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
BANARAS

৭/৩১৬

রাখিতে পারেনা, এইভাবে তিনি নিদ্রাজয় করিয়াছেন। স্বল্প আহার তাহা এতই সামান্য যে কেহ ধারণা করিতে পারেনা এত অল্পে কিভাবে তাঁর দেহ চলে, এবং চলে যেন যন্ত্রের মত। ইহা হইতে আমরা আহার, নিদ্রা, আলস্য ত্যাগ শিক্ষা করিতে পারি। তাঁর স্বল্পবাক আমাদের বাক্য সংযম শিক্ষা দেয়। তাঁর মধুর ভাষা আমাদের কর্কশ ভাষাকে পরিবর্ত্তন করিতে শিক্ষা দেয়। তাঁর ধৈর্য্য তাঁর সহ্য তাঁর পরম সহিষ্ণুতা, আমাদের জীবনের পাথেয় স্বরূপ এবং অনুকরণীয়।

তিনি ঈশ্বরকে ভাল বাসিয়া মানুষকে ভালবাসিয়াছেন। দীনাতিদীন হইতে সম্মানিতজনে পর্য্যন্ত তাঁর আচরণের ব্যতীক্রম নাই। তাঁকে যদি আমরা সত্যই ভালবাসি তবে আমাদের জীবনও এইভাবে অধ্যুষিত করাই আমাদের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম।

তিনি দরিদ্র, ধনী, মূর্খ, জ্ঞানী, সৎ ও অসৎ সকলের পিতা সকলের প্রিয় সকলের আশ্রয়. তাঁর প্রাণের বস্তু এই জীবনধারা এই দৃষ্টি ভঙ্গি দ্বারা যদি আমরা আমাদের অনুপ্রেরিত করি তবে আমাদের হৃদয়ে তাঁর প্রেম তাঁর কৃপা বর্ষিত হইয়া আমাদের জীবনকেও ধন্য ও পরিশুদ্ধ করিবে ইহাই আমার বিশ্বাস।

তাঁর প্রতিদিনের জীবনই আমাদের কাছে জীবনী। তাঁর কর্ম্ম তাঁর ধর্ম্মানুশীলতা তাঁর পূজা পাঠ কীর্ত্তন আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট তার মূর্ত্তমন্ত জীবনধারা। সে ধারায় স্নান করিয়া আমরা অমর হইতে পারি।

আমাদের গর্ব্ব আমরা তাঁর শ্রীচরণে স্থান পাইয়াছি। আমরা তাঁকে সকামে নিষ্কামে স্বার্থে নিঃস্বার্থে ভালবাসিয়াছি তিনি কৃপা করিয়া আমাদের গ্রহণ করিয়াছেন এবং করুণা করিয়া তাঁকে ভালবাসিবার অধিকার দিয়াছেন। এইটুকু মূলধন দান করিয়া আমাদের কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন যে সম্বলে আমরা রিক্তহস্তে শুষ্ক প্রাণেও তাঁর নিকট গিয়া অমৃতের স্বাদ লইয়া ফিরিয়া আসি।

তিনি যে ব্রহ্মবিদ পরমপুরুষ তাহা তাঁর জ্যোতির্ম্ময় তনুতে প্রকটিত। শতশত মানুষের মধ্যে তিনি বসিয়া থাকেন যেন এক মহাজ্যোতির উৎস। তাঁর চরণে কেহ ক্লেদ কালিমা মাখিয়া প্রণাম করিতে পারে ইহা আমি বিশ্বাস করিনা। দুর্গন্ধবিষ্ঠা ক্লেদ মাখিয়া মানুষ যেমন জাহ্নবীর জলে অবগাহন করিয়া গ্লানি মুক্ত হইয়া শুদ্ধ দেহে উঠিয়া আসে, তাহার পূর্ব্ব ক্লেদ গ্লানির দুর্গন্ধের চিহ্নও থাকে না, সেইরূপ আমাদের মলিন হৃদয়ের সব কালিমা তাঁর চরণতলে বসিয়া তাঁর সঙ্গীতের অমৃত সুরধারায় পরিশোধিত হইয়া আমাদের অন্তরকে বিমল করে। সেই তৃপ্তিতে আমাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হয় বলিয়াই আমরা পাগলের মত তাঁর সান্নিধ্যে যাইতে চাই।

তাঁর মধুর হাসি তাঁর অমৃত বাণী তাঁর স্নেহ আশ্বাস আমাদের হৃদয়ের সব সন্তাপ দূর করিয়া দেয় এই জন্যই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

আমরা তাঁর একটু নিকটে কাছে যাইতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করি। যেদিন তিনি এত লোক সংগ্রহ না করিয়াছিলেন তখন আমাদের তাঁর এই মধুর সঙ্গ দানে পরমতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এখন বিপুল জনসমাবেশে তাঁকে নিকটে পাওয়া দুঃসাধ্য তাই আমরা অনেকেই অতৃপ্ত ব্যথা অনুভব করি বটে কিন্তু তিনি আমাদের অন্তরের আসনে সদাই জাগ্রত। আমাদের অন্তরের চক্ষু তাঁর জ্যোতিতেই সতত জ্যোতির্ম্ময় সেই আলোয় যদি আমা তাঁকে দর্শন করি তবে আমাদের হৃদয়ের সব ব্যথা দূর হয়ে যাবে।

"বাণী নাহি তবু কানে কানে
কি যে শুনি তাহা বা কে জানে—
এই হিয়া ভরা বেদনাতে, আঁখি ছল ছল অশ্রু পাতে,
ছায়া দোলে তারি ছায়া দোলে
ছায়া দোলে দিবা নিশি ভরি।"

যখন আমরা সংসারের কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকি তখন প্রাণের কাণে কাণে একটি ছন্দ কি আমরা শুনতে পাইনা ?

"ঘর খাজনা খুব সামালা নাম রতন কেঁউ ছোড় দিয়া ॥"

অথবা

"দুনিয়া ছোড়কে যানে হোগা ইয়েভি ইয়াদ্ রাখ্না"

যখন আমরা সংসারের নানা কাজে জড়িত থাকি যখন প্রাণ কাতর হয় মনে হয় যেন কোথাই যাই কোথায় জুড়াই তখন আমরা কি প্রাণের মাঝে তাঁর সুরের ধ্বনি শুন্তে পাইনা ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সংসার পথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে
নীরবে যাব নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে মূরতি তব।

* * * *

অথবা সংসারে তুমি রাখি আমারে যে ঘরে
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া—

* * * *

রুক্ষ বচন যতই আঘাত হানে
সে আঘাতে যেন তব প্রেম উঠে জাগিয়া।

এইরূপ প্রতি পদে পদে প্রতি সুখে দুঃখে তাঁর গানের বাণী আমাদের প্রাণে ভেসে এসে আমাদের শক্তিদান করে সান্ত্বনা দান করে। অন্ধকার পথে আলো এনে দেয়। শত রকমের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গ যখন আমাদের জীবনকে জটিল করিয়া তোলে তখনই আমাদের মাঝখানে শান্ত সৌম্য ব্রহ্ম তেজোময় জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় সব আবিল সঙ্গের উপরে সত্য মঙ্গল প্রেমময় ধ্রুবতারা শ্রীগুরুদেব আমাদের নিত্যসাথীরূপে হৃদয় মাঝারে রহিয়াছেন। এই অহৈতুকী কৃপা লইয়াই শ্রীভগবান সাক্ষাৎ গুরুরূপে আমাদের মাঝখানে আবির্ভূত হন। সেই ব্রহ্মময় সেই সচ্চিদানন্দঘনকে আমরা শ্রীগুরু আকারে পাইয়া দর্শন স্পর্শন হাসি কান্না সুখ দুঃখে আপন জন স্বরূপে পাইয়া থাকি এই জন্যই সবার উপরে শ্রীগুরুদেবই সত্যবস্তু। প্রত্যেক গুরুদেবই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ। কিন্তু শ্রীমহারাজ এমন শুদ্ধ সত্ত্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত পুরুষ যাঁকে দর্শন করিলে সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্প্রদায়ের ভক্তজনগণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অনুভব করেন। তাই তাঁর সান্নিধ্যে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোক ভীড় করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন।

এই ভাবে তাঁর আদর্শ তার বাণী তাঁর প্রেম আমরা হৃদয়ে ধারণ করে যদি সত্য পথে তাঁর নাম দিয়ে "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার" উর্ত্তীর্ণ হইয়া তাঁর চরণে শ্রীগুরু দেবের স্নেহচ্ছায়ায় শ্রীকৃষ্ণ মাধবের কল্পতরু মূলে চরমশান্তি পরম বিশ্রাম লাভ করিবই॥

জয় গুরু শ্রীগুরু।

"ভূপেন্দ্র স্মৃতি"
আশ্রম করণীবাদ
বৈদ্যনাথ-দেওঘর
শুভ মহাষ্টমী-১৩৭৬

বিনীতা
কমলিকা বসু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের

সৎ প্রসঙ্গ

—(:)—

১৯৬০ সাল বৈশাখ মাস | স্থান—বিডন ষ্ট্রীট শ্রীপার্ব্বতী ঘোষের বাড়ী | সময় বৈকাল ৪টা

প্রশ্ন

প্রশ্ন করলেন শ্রীশীতল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—

"আমাদের চিত্তের একাগ্রতা ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায় কেন ? একাগ্রতা সৎভাবে থাকে না কেন ? কেন সময়ে তা নষ্ট হয়ে যায় বা হ্রাস পায় ?"

উত্তর

শ্রীমন্ মহারাজ অল্প হাসিয়া উত্তর দিলেন—

কর্ম্মশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত একাগ্রতা অবিচল কী করে হবে ? কর্ম্মশুদ্ধি মানেই চিত্তশুদ্ধি। ভগবানকে আমরা যতক্ষণ না আপনার সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে নিতে পারছি, ততক্ষণ চিত্তবিক্ষেপ হবেই। যেমন বিষয় চিন্তা, খাওয়ার চিন্তা, সংসারের সুখ দুঃখের চিন্তা আমাদের স্বভাবের মজ্জাগত হ'য়ে গেছে, সেগুলি আর আমরা, যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিন্ন, সেইরূপ ভগবদ্‌ভাবধারাকেও আমাদের মজ্জাগত করে নিতে হবে, যতটা আমরা তাঁকে আত্মসাৎ করে তাঁতে ওতপ্রোত ভাবে মিলতে পারব ততটাই একাগ্রতা অবিচল হবে।

মানুষের মনের তিনটি ক্রম, সত্ত্ব, রজ ও তম। এই তিনটি গুণ আমাদের মধ্যে একের পর একে কাজ করছে, সেই গুণের কার্য্যই বাহিরে প্রকাশ পাচ্ছে।

সত্ত্ব, রজ, তম, দেব মানব ও পশুভাব। ভগবান ইহার উপরে আমাদের অন্তরে পরিশুদ্ধতার ভাব দান করেছেন। আমরা যদি প্রবল ইচ্ছা ও আগ্রহ সহকারে চেষ্টা করি, তবে এই মানবতাকে দেবত্বে পরিণত করে উর্দ্ধগামী হতে পারি। আবার এই মানবতাকে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে পশুত্বে পরিণত করতে পারি। এই জন্যই সাধনার দরকার। সাধনা হচ্ছে সত্ত্বগুণ দ্বারা রজ তমকে জয় করে উর্দ্ধমুখী করা, ভগবদ্‌মুখী করা। ভগবান গীতায় বলেছেন—

"ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥"

[গীঃ ৩য় অঃ ৩৪ শ্লোঃ]

ইন্দ্রিয়ের বিষয় বিশেষে আশক্তি ও বিদ্বেষ স্বাভাবিক, এই আসক্তি ও বিদ্বেষে লিপ্ত হবে না, ইহাই জ্ঞানীর ক্ষতি-কারী। মানুষের মধ্যে ভগবান স্বাধীন সত্ত্বা দান করেছেন, মনুষ্য জন্মের এই হ'ল বিশেষত্ব। আমাদের অন্তর স্বভাবতই মুক্তির আনন্দ পেতে চায়। কিন্তু এই ত্রিগুণের অধীনতাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে রাখে। তাই সাধনার চরম লক্ষ্য ত্রিগুণের অতীত হওয়া। তিনটি গুণই ত' আমাদের মধ্যে দিবা রাত্র কাজ করছে। যে গুণটি যখন প্রবল হচ্ছে আমাদের চিত্তটিও সেই ভাবাপন্ন হ'য়ে পড়ছে। আমরা দেখতেই পাচ্ছি সকালের মনভাবটি দুপুরে থাকে না, দুপুরের মনভাবটি সন্ধ্যায় থাকে না। মনটি ত' আমাদের স্বচ্ছ জলের মত। জলের যেমন কোন রং নেই, তাতে যে রং মিশিয়ে দেবে সেই রং একেবারে ওতপ্রোত ভাবে মিলিয়ে যাবে। মনটিও ঠিক তেমনি। তাকে আমরা বিষয় দিয়ে, রাগ দ্বেষ দিয়ে ভুলিয়ে দিই। সেও তাতেই সুখ দুঃখ অনুভব করে, আবার আমরা যদি সেগুলি সরিয়ে নিয়ে ভগবদ্‌ভাবে অনুপ্রাণিত করি সে তাই মেনে নেবে, এই জন্যই চাই সাধনা। এই কৃচ্ছ সাধনাই আমাদের তাঁর প্রতি একাগ্রতা করতে সক্ষম।

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান॥"

[গীঃ ২য় অঃ ৪৫ শ্লোঃ]

"অর্জ্জুন। তুমি সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ হতে মুক্ত হও। তুমি শীত আতপাদি দ্বন্দ্ব শূন্য হও ও পরমাত্মায় মন দাও। তোমার যা আছে তা রাখবার জন্য অতি চেষ্টা ও যা নাই তা পাওয়ার জন্য অতি চেষ্টা ত্যাগ কর।"

ত্রিগুণের অতীত না হোলে একাগ্রতা স্থিরীকৃত কী করে হবে? নিত্যসত্ত্বস্থো হতে হবে। সমস্ত গীতার সার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিয়ে ভগবান দেখিয়ে দিলেন তিনটি গুণই আমাদের চালনা করে, রজঃ গুণ দ্বারা তমকে, সত্ত্ব গুণ দ্বারা রজঃকে জয় করে সাধক সত্ত্বকেও ত্যাগ করে নিত্যসত্ত্বস্থো অবস্থায় আসে।

সত্ত্বগুণের চরম অবস্থাই নিত্যসত্ত্বস্থো। তখন এইরূপ অবস্থা যে বাইরের কোন কোলাহলই অন্তরকে স্পর্শ করে না। অন্তরের দ্বার তখন যেন অর্গল বদ্ধ। বাইরের সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, অভাব অভিযোগ কিছুই সেখানে পৌঁছায় না। হাতে কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু প্রাণটা তাতে নেই। যেমন বিদেশে ছেলে আছে, তার খবর আসেনি, মা ব্যাকুল হয়ে সেই চিন্তা করছেন। সংসারের সব কাজই করছেন, কিন্তু যন্ত্রের মত, প্রাণটি পুত্রের কাছেই পড়ে আছে।

যতক্ষণ দেহ আছে বাইরের কাজ আছে. কিন্তু সব কাজের মধ্যে তাঁর চিন্তাটি অন্তর জুড়ে আছে।

এ অবস্থায় ঠিক ঠিক অনুভব হবে যে সব তাঁরই ইচ্ছায়, তাঁরই প্রেরণায়, তাঁরই শক্তিতে পরিচালিত হ'চ্ছে, আমরা যন্ত্র মাত্র।

"যুক্ত" শব্দের অর্থই হ'চ্ছে, তাঁর সহিত যুক্ত হওয়া। যা কিছু করছি তাঁর প্রীতির জন্য করছি, তাঁর ইচ্ছায় করছি এই হোল যুক্তযোগী। অর্জ্জুনকে বলেছেন —

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"

[গীতা নবম অধ্যায় ৩৪ শ্লোক]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই আমরা যদি সমস্ত কাজের মধ্যে অভ্যাস দ্বারা তাঁতে সংলগ্ন থাকি তবে তাঁর কৃপায় আমাদের একাগ্রতা স্থির হবেই। এই জন্য হিন্দুধর্ম্মে সকাল থেকে রাত্র পর্য্যন্ত ঈশ্বর আরাধনার ব্যবস্থা। সপ্তাহে একদিন চার্চ্চে গিয়ে ভগবানকে স্মরণ করা এ ধর্ম্মের নিয়ম নয়, ভগবানকে নিজের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে নিতে হবে, মজ্জাগত করে নিতে হবে, নিত্যব্যবহারিক জীবনের মত।

তাঁতে সংলগ্ন হ'য়ে থাকা মানে যে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা তা নয়। সব কাজের মধ্যেই তাঁকে স্মরণ করা। অর্জ্জুনকে বলছেন—

"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
মর্য্যপিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ॥"

[গীঃ ৮ম অঃ ৭ম শ্লোক]

অর্জ্জুন! তুমি যুদ্ধ কর কিন্তু চিত্তটি আমাতে রেখে। অর্থাৎ আমাকে সুখী করতেই তুমি যুদ্ধ কর। হাতে যুদ্ধ কর আর আর আমার চিন্তা কর। আমাতে মন বুদ্ধি সমর্পণ করলে আমাকেই পাবে, যুদ্ধের ফল পাপ বা পুণ্য তোমায় নিতে হবে না। তাই আমাদের চাই প্রবল ইচ্ছা শক্তি, পুরুষকার, তা হলেই আমরা শক্তি লাভ করব, এই পশুভাব তমকে জয় করে, মানবভাব রজকে জয় করে দেবভাব লাভ করতে।

"অভ্যাস-যোগযুক্তেন-চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্তকে অন্য বিষয়ে যেতে না দিয়ে বার বার অভ্যাস দ্বারা সেই পরমপুরুষ ভগবানের চরণে রাখলেই তাঁর কৃপা, তাঁর শক্তি আমরা পাব। আমরা অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করলেই ভগবদ্ শক্তি আমাদের সাহায্য করবে।

আমাদের মধ্যে বুদ্ধির তিনটি বিকাশ আমরা দেখতে পাই। একটি জড় বুদ্ধি, একটি বিজ্ঞান বুদ্ধি, একটি আত্ম বুদ্ধি। জড় বুদ্ধি আমাদের সংসারে অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখে, বিজ্ঞান বুদ্ধি এই জড় জগতের মধ্যে অজড় শক্তির বিকাশ আহরণ করে। আর অধ্যাত্ম বুদ্ধি আমাদের ভগবানের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগায়। আমাদের অজ্ঞাতসারে এই বিশ্ব প্রকৃতির সাম্রাজ্যে কী শক্তির প্রাচুর্য্য আছে তা আমাদের ধারণা নেই। অগ্রসর হোতে চেষ্টা করলেই আমরা দেখব সেই শক্তি আমাদের সাহায্য করছে।

তুশো বছর আগের মানুষ কি ভাবতে পারতো যে আকাশে মানুষ উড়তে পারবে বা আকাশে তুশো মণ উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া আসা যায়? এই বিজ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ মানুষের চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে। তেমনি অধ্যাত্ম জগতের শক্তিও আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারে যদি আমরা ত্রিগুণের অতীত হতে পারি। মহাপুরুষদের মধ্যে এই অধ্যাত্ম শক্তির বিকাশ দেখলে আমরা আশ্চর্য্য হই। কিন্তু প্রবল পুরুষকার দ্বারা, অভ্যাস অনুশীলন দ্বারা আমরা তা পেতে পারি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

ঐকান্তিক ইচ্ছা, ব্যাকুলতা, অনুরাগ এলেই ভগবদ্ কৃপা আমাদের অধ্যাত্ম শক্তি দান করবে।

মহাপুরুষগণের মধ্য দিয়ে যে অধ্যাত্ম শক্তি আমরা অনুভব করি সে শক্তিই ভগবদ্ শক্তি।

একদিনেই ত্রিগুণাতীত হওয়া যায় না। এ পথে ধৈর্য্যের প্রয়োজন। এই অবস্থা ক্রমশঃ ক্রমশঃ ধাপে ধাপে হয়ে থাকে। এই জন্য প্রথম অবস্থায় শ্রবণ, কীর্ত্তন, পূজা অর্চ্চনার প্রয়োজন। যদিও এটা অধম সাধন তথাপি ঊর্দ্ধে উঠবার সহায়ক। দ্বিতীয় হচ্ছে সর্ব্ব ভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে সর্ব্বভূতের হিত সাধনা। মানুষের জীবনে তিনটি ধাপ আছে। সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। ইহা মানব জীবনে অপরিহার্য্য, অবশ্য করণীয়। ঠিক ঠিক নৈতিক সামাজিক জীবন পালন করতে পারলে, অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশ করা যায়। তখন ভগবান তাকে নিজের করে নেন।

স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসা, বর্জ্জন করে নৈতিক চরিত্রে অটুট সংযমতা রক্ষা করে সামাজিক জীবন অনুশীলন করতে হবে। দয়া, ক্ষমা, সেবা সামাজিক জীবন। কর্ম্মের প্রসারতাই ক্রমশঃ নিষ্কাম ভাব এনে দেয়, অন্তরে প্রেম অনুরাগ এনে দেয়।

যখন আমরা ছোট থাকি, তখন যা কিছু দেখি সব নিজস্ব করে পেতে চাই। তখন নিজেতেই সুখ। নিজেকে আনন্দ দিতে আমরা স্বার্থপর, কিন্তু যেই বড় হ'লাম আমাদের পুত্র কন্যা প্রিয় বস্তু জীবনে এল, তখন নিজেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঞ্চিত করেও তাদের ভাল জিনিষটি খাইয়ে পরিয়ে আমরা আনন্দ পাই। কারণ তখন স্নেহ প্রীতি প্রেম আমাদের উদার করেছে এই হ'ল কর্ম্ম প্রসারতা। এই প্রেম যখন আরও উদার হয় তখন কর্ম্মপ্রসারতা পুত্র কন্যা প্রিয়জন হ'তে আত্মীয় স্বজনে বিস্তার লাভ করে। তারপর আত্মীয়-স্বজন হ'তে দেশ, দেশ হ'তে পৃথিবীতে সেই প্রেম ছড়িয়ে পড়ে। তখন ভক্ত বলে—

"মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেব মহেশ্বরঃ।
বান্ধবা শিব ভক্তাশ্চঃ স্বদেশ ভুবনত্রয়ম্॥"

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই প্রেম আত্মসাৎ করতে না পারছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের একাগ্রতা ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাবেই। তাই চাই সাধনা, আহারাদিতে সংযম নিয়ম—এসব ততক্ষণ আমাদের গভীর অনুশীলন দ্বারা প্রতিপালন করতেই হবে যতক্ষণ না অনুরাগ আসছে।

আমাদের অন্তর সেই গভীর প্রেম, সেই অখণ্ড আনন্দ, নিরবিচ্ছিন্ন শান্তির জন্য স্বতঃই লালায়িত। কিন্তু আমরা সহজ প্রাপ্য আপাত মধুর আরাম আয়াস ত্যাগ করে ঊর্দ্ধে উঠতে পারছি কই? আমাদের বিবেক বাণী সর্ব্বদা আমাদের সতর্ক করছে। তথাপি আমরা জড়তা ত্যাগ করে উঠতে পারছি কই? আমরাই আমাদের সমাজ জীবন ধর্ম্মী জীবন অলস তমসাচ্ছন্ন করে ফেলি। তাই মহাপুরুষদের দেহ অবলম্বন করে ভগবদশক্তি আসে তদ্‌ভাবে ভাবিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ তিনি আমাদের সান্নিধ্যে টেনে নেবেনই। মানুষকে আত্মসাৎ করাই তাঁর ধর্ম্ম।

যেমন সমুদ্রের মাঝ থেকে তরঙ্গ এসে তীরে আছড়ে প'ড়ে আবার সমুদ্রের বুকেই ফিরে যায়, মিশিয়ে যায় তেমনি এই জীব তাঁর থেকে এসেছে তাঁতেই ফিরে যাবে।

জীবনের পথে সংসার ও ভগবান দুটিই অবর্জ্জনীয়। যেমন গাড়ীর দুটি চাকা না হোলে গাড়ী চলে না, তেমনি বাইরে কর্ম্ম ও অন্তরে ভগবান নইলে আমাদের জীবন পূর্ণ হয় না।

একে একে অন্তরের সব রিপুগুলি জয় করে নিজেকে মুক্ত করা কম দুঃসাধ্য কর্ম্ম নয়। একা বহু লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়েও ইহা দুঃসাধ্য। তথাপি ভগবদ্ কৃপায় এই অন্ত শত্রুকে জয় করে মানুষ দেবতায় পর্য্যবসিত হতে পারে। এই জন্যই প্রতিদিন ভগবদ্ চিন্তা, ভগবদ্ সেবা, তাঁর প্রীতির জন্য কর্ম্ম করণীয়, বরণীয়, পালনীয়। এইরূপ সাধনা দ্বারা আমাদের অন্তর তদ্ভাবে ভাবিত হ'য়ে গেলেই অনুরাগ আসবে এবং আপনা হতেই সব তাতেই তাঁর স্ফুরণ হতে থাকবে।

রবিবাবু বলেছেন না—

"তব আহ্বান আসিবে যখন,
সে কথা কেমনে করিব গোপন,
সকল কর্ম্মে সকল ভাবে
প্রকাশিবে তব আরাধনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমারে মানে না সেও দেখে যাবে,
তব মুখ ছবি মম মুখ ভাবে
ভব সংসার বাতায়ন পথে
বসে কি রবে আনমনা ॥

যতক্ষণ না আমরা তাঁর সত্বায় পরিপূর্ণ হচ্ছি ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। দয়া, ক্ষমা ও কর্ত্তব্যে অটুট থেকে অনায়াস ভাবে কর্ম্ম জীবন অনুশীলন করতে হবে। নিষ্কাম, নিরহঙ্কার, ভক্তি, শ্রদ্ধায়, প্রেমে স্বধর্ম্ম পালন করতে হবে ইহাই মানব জীবনে অপরিহার্য্য, অবশ্য করণীয়। ঠিক ঠিক চলতে পারলেই এর পর অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশ করা যায়, তখন ভগবান তাকে নিজের করে নে'ন। তিনি যতখানি অধিকার করে আত্মসাৎ করেন, মানুষের মধ্যে ততখানি তাঁর শক্তির বিকাশ আমরা দেখতে পাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৬০ সাল বৈশাখ মাস | স্থান—বিডন ষ্ট্রীট শ্রীপার্ব্বতী ঘোষের বাড়ী | সময় বৈকাল ৪টা

প্রশ্ন

শ্রীপার্ব্বতী চরণ ঘোষ প্রশ্ন করলেন—

"ধর্ম্মে গৃহস্থের কতখানি অধিকার। সংসারী লোকের ধর্ম্মানুশীলন করা দু নৌকায় পা দেওয়ার মত কিনা?"

উত্তর

শ্রীশ্রীমহারাজজী মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন—

"ধর্ম্ম সবার জন্যই। ভগবান শুধু অন্তরের বস্তু নন অন্তর ও বাহ্যে সর্ব্বাবস্থায় অনুশীলনের বস্তু। সংসারের ধর্ম্ম ত' তুচ্ছ নয়। অন্তরে ভগবানে অনুরাগ ও বাহিরে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কর্ম্ম করা এই হোল গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। গীতায় ভগবান বলেছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্॥"

[গীতা ৯ম অঃ ২৭ শ্লোঃ]

যা কিছু করি সব তাঁর কর্ম্ম বলে মনে করে করাই হচ্ছে প্রকৃত ভগবানের পথে চলা এবং প্রকৃত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। প্রকৃত গার্হস্থ্য ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থ সন্ন্যাসীর চেয়েও বড়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু আজকাল আমরা হয়ে পড়েছি ভোগী, প্রবৃত্তিপরায়ণ, তাই আমাদের এই অবস্থা! পূর্ব্বে ধর্ম্ম কী! ভগবান কী! ধর্ম্মাচরণ দ্বারা শিক্ষা করে তবে সংসারে প্রবেশ করতেন। তখন পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত গুরুকুলে বাস করে, সংযম ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, অধ্যাত্ম সম্পদ লাভ করে তবে সংসারে প্রবেশ করতেন, তাই তখন ছিল ধর্ম্মেরই সংসার। তাঁরা জানতেন এ সংসার ভগবানের তাঁরা যন্ত্র মাত্র। তাই স্বার্থপরতা মোহ অজ্ঞান শূন্য হ'য়ে তাঁরা সংসার করতেন। প্রাতঃকালে উঠে আমরা বলি—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশঃ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥"

প্রকৃত পক্ষে আমাদের মধ্যে সাক্ষী স্বরূপে যিনি বাস করছেন তাঁরই শক্তিতে আমরা চালিত হচ্ছি। আমাদের নিজস্ব শক্তি আর কি আছে? আমাদের দেহ যন্ত্র বুদ্ধি যন্ত্র হৃদয় যন্ত্র এ সবের পরিচালনা যিনি করছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে এ সবের মালিক।

আমাদের কি কোন শক্তি আছে? এই দেহ যন্ত্রের উপরেও কি আমরা কোন ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করতে পারি?

যাঁকে অবলম্বন করে আমরা এই জগতে সম্বন্ধ পাতিয়েছি তিনি সেই গীতায় বলছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।"

সর্ব্ব ভাবে তাঁরই শরণ লও, তাঁর প্রসাদে পরমা শান্তি ও নিত্যপদ প্রাপ্ত হবে।"

ভগবান বৈরাগ্যেও নেই সংসারেও নেই। ভগবান রয়েছেন অনুরাগে। তাঁকে ভালবেসে যে কাজ করবে তাই তিনি গ্রহণ করবেন। অর্জ্জুনকে তাই বল্লেন—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

ভক্তি ভরে ফুল পাতা ফল জল যা দেবে তাই আমি গ্রহণ করব বা করি। তবে এই সংসারের সব কর্ম্ম তাঁরই ইচ্ছায় করছি তাঁরই প্রীতির জন্য করছি এই ভাবে ভাবিত হোয়ে করলে আর কোনই ভাবনা থাকে না, এবং এই হ'ল প্রকৃত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। আগেকার ঋষিরা তপস্যায় সিদ্ধ হ'য়ে আবার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করতেন। শ্রীরামচন্দ্র. শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য সবাই সংসার করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন এই সংসারের মধ্যেই ধর্ম্মানুশীলন করতে হবে। আজকাল ধর্ম্মকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি বলেই আমাদের এই অবস্থা! গৃহস্থ ধর্ম্মে শুধু স্বার্থপরতা কপটতা মোহ আশ্রয় করেছে। একজন ধর্ম্মভীরু লোক কাউকে যদি ঠকাতে যায়, ধর্ম্ম তার সামনে এমন ভাবে দাঁড়াবে যে সে আর কাজ করতে পারবে না। কিন্তু ধর্ম্মকে যে মানে না সে গর্হিত অন্যায় কাজ করতে ভয় পাবে না। প্রতিনিয়ত সে সব কাজে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের শক্তি দেখতে পায়। সমস্ত কাজ করেও সে নিজেকে কর্ত্তা মনে করতে পারে না। সবের মধ্যে সে নিজেকে যন্ত্র দেখে ও তাঁকে যন্ত্রী দেখে থাকে। এমন যে গৃহী সে বাইরের সব কাজ করেও সন্ন্যাস যোগ যুক্ত। সে সত্যই সন্ন্যাসী। নতুবা সন্ন্যাস নিয়ে বনে গেলেও তার ব্রহ্মজ্ঞান বা অধ্যাত্ম জ্ঞান হবে না।

ঈশ্বরের প্রীতির জন্য যে কর্ম্ম সেই ত যজ্ঞ। এই দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সব কাজই আছে। গার্হস্থ্য ধর্ম্মকে সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম এই জন্য বলা হয়েছে যে ধর্ম্মকে রক্ষার জন্য যে কর্ম্মযজ্ঞ তা গৃহস্থকেই করতে হয়। একজন ত্যাগীকে তার দেহ ধারণ করতে ভিক্ষার জন্য গৃহস্থের দ্বারেই আসতে হয়। এই জন্য আগে যে ক্ষত্রিয় শক্তি কোথাও মাথা নত করতো না সেই ক্ষত্রিয় রাজারা তপঃখিন্ন ভিক্ষুকপ্রায় ব্রাহ্মণদের চরণে মাথা লুটাতেন। কারণ তখন ব্রাহ্মণগণ প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্ ছিলেন। অধ্যাত্ম রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ছিল ব্রাহ্মণদের হাতে আর বহির্জ্জগতের ঐশ্বর্য্য ছিল ক্ষত্রিয়ের হাতে। বাইরের ঐশ্বর্য্য কিন্তু অধ্যাত্ম ঐশ্বর্য্যের কাছে মাথা নুইয়ে থাক্‌তো কারণ গার্হস্থ্যের অঙ্গই ছিল ধর্ম্ম পালন।

অর্জ্জুনকে তিনি সংসার ত্যাগ করতে ত' বল্লেন না। বল্লেন আমাকে ভালবেসে তুমি সংসারে কর্ম্ম কর। তা হালে আমাকেই পাবে, তাই বলছি ভগবান বৈরাগ্যের অধীন ন'ন সংসারেরও অধীন ন'ন তিনি অনুরাগের অধীন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত গীতাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি অর্জ্জুনকে বোঝালেন, সাত্ত্বিক ভাব অর্জন করতে। সাত্ত্বিক আচার বিচার, আহার, ব্যবহার, দান পূজা সবেই সাত্ত্বিক হতে হবে, যা কিছু করবে সেই কৃষ্ণের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে করবে—

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বাঃ করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥"

[গীতা ৫ম অঃ ১০ শ্লোঃ]

যিনি কৃষ্ণে এই ভাবে সব কাজের ফল অর্থাৎ তাঁর কাজ তাঁর ইচ্ছায় করছি এই মনে করে করেন, সমস্ত প্রাণটি কৃষ্ণের চরণে দিয়ে রাখেন তাঁর সংসারে যত কাজই থাক, তাতে কি যায় আসে? অন্তরে ভগবানের চিন্তা যদি থাকে বাইরের সব কাজই তখন,

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥"

[গীতা ৪র্থ অঃ ২৪ শ্লোঃ]

তাই বলছি গৃহস্থের ধর্ম্ম অপরিহার্য্য বস্তু।

কর্ম্মের রহস্য আছে। এই কর্ম্ম রহস্য সহজবোধ্য নয়। কর্ম্ম বলতে আমরা আহার নিদ্রা ইত্যাদি বুঝি, কিন্তু কর্ম্মরহস্য উদঘাটন করলে, বিচার করলে দেখা যায়, ভগবানের সঙ্গে ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই কর্ম্ম। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।"

এর অর্থ হ'চ্ছে, অন্ন হ'তে সমস্ত লোক উৎপন্ন হ'য়েছে। সেই অন্ন আবার মেঘ হ'তে অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবতাগণের দ্বারা উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ হোতে মেঘ। কর্ম্ম হ'তে যজ্ঞের উৎপত্তি। কর্ম্ম আবার বেদ হোতে উৎপন্ন। আবার বেদই ব্রহ্ম। এই হোল কর্ম্ম রহস্য। এই কর্ম্ম চক্রদ্বারা আমরা যদি তাঁর সঙ্গে যুক্ত হই তবেই আমরা ঊর্দ্ধমুখী হয়ে শান্তি পেতে পারি। যজ্ঞ অর্থে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকা। তাঁকে ভুলে শুধু নিজের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য আপাত মধুর বস্তুতে দৃষ্টি রাখলেই আমরা নিম্নগামী হয়ে পাপের পথে ছুটে চলি। গীতায় ভগবান বল্‌ছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্ ॥"

যা কিছু কর ভোজন, হোম, দান তপস্যা সে সমস্তই আমাকে অর্পণ কর। শুধু পূজা অর্চ্চনা দান তপস্যার কথাই নয়, আহার বিহার সমস্ত লৌকিক কর্ম্মও তাঁকে অর্পণের বুদ্ধিতে করতে হবে। "ভক্ত" মানে ভগবানের সঙ্গে যার হৃদয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধ। সে যা আহার করে সেই ভগবানের তৃপ্তির জন্য করে। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য সে সকল কর্ম্ম করে, সবের মধ্যে তাঁকেই কর্ত্তা দেখে নিজেকে দেখে যন্ত্র। সে সবের মধ্যেই তাঁরই ইচ্ছাশক্তি দর্শন করে—এই কর্ম্ম হোল নিষ্কাম কর্ম্ম।

যজ্ঞ অর্থে যোগ—অনুরাগ দ্বারা এই যোগ সম্ভব হয়। ঈশ্বরে অনুরাগ এলেই মানুষ আর নিজের স্বাতন্ত্রতা দেখতে পায় না, সব কিছুতেই তখন সে তাঁরই শক্তি দর্শন করে। ভগবানকে প্রতিদিন আমাদের জীবনের সঙ্গে আপন করে নিতে পারলেই আর আমাদের চিন্তা নেই। গীতায় তিনি বলেছেন—

“অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥”

[গীতা ৯ম অঃ ৩০, ৩১শ শ্লোঃ]

'অতি দুর্ব্বৃত্তও যদি আমার শরণ নেয় তবে শীঘ্রই সে ধর্ম্মাত্মা হ'য়ে শান্তির পথে যায়। তা হ'লে যারা ধার্ম্মিক তাদের তিনি কৃপা করবেন এ আর বেশী কথা কি?

“যদশ্নাসি” যা আহার করি তাও তাঁহারি জন্য। এই অন্ন আমরা দুই ভাবে গ্রহণ করতে পারি। রসনার পরিতৃপ্তির জন্য যা পেলাম খেয়ে গেলাম। এরূপ আহার রজঃ তমময়। আবার এই আহার যদি আমরা মনে করি যে এই দেহ মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি রয়েছেন, এই দেহ যিনি পরিপোষণ করছেন তাঁর তৃপ্তির জন্য, এই অন্নাদি যা ভোজন করছি তাঁকেই আহুতি দিচ্ছি—সেই হোল যজ্ঞ—সেই নিষ্কাম কর্ম্ম। কেউ "রেসটুরেণ্টে" খেয়ে এ'ল সেও খাওয়াই। আবার আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নানারূপ সাত্ত্বিক ভোজ্য তৈরী করে তুলসী দিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে দেহস্থিত প্রাণের পরিতৃপ্তির জন্য আত্মার তৃপ্তির জন্য ভোজন করছে। সে দেখছে সে খাচ্ছে না তার মধ্যস্থ যে ভগবান তাকে খাওয়াচ্ছে। বাস্তবিক পক্ষে আমরা শুধু খেতেই পারি। তারপর দেহের ভিতরে পরিপাক যন্ত্রের শক্তি, সেগুলি যাঁর ইচ্ছায় পরিচালিত হ'য়ে আমাদের দেহ মন পরিপোষিত করছে তিনিই প্রকৃত ভোক্তা। যিনি এই দৃষ্টি নিয়ে ভোজন করেন তিনি আহার করেও করেন না। তিনিই নিষ্কামী সাত্ত্বিক কর্ত্তা। আবার 'রেষ্টুরণ্টে' বসে রসনার তৃপ্তির জন্য খেলাম আমি আমার আনন্দের জন্য, সেও আহার। কিন্তু দুটিতে তফাৎ একজন নিজের জন্য খাচ্ছে আর একজন তাঁর জন্য খাচ্ছে, আত্মার তৃপ্তির জন্য খাচ্ছে। এইরূপ সব কর্ম্মই আত্মরতি। আত্মতৃপ্ত, আত্মসন্তুষ্টি আত্মানন্দের জন্য যাঁরা করেন তাঁরাই নিষ্কামী—

গীতায় বলছেন—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥"

[গীতা ২৩ অঃ ২৭ শ্লোঃ]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি তত্ত্ববিৎ তিনি জানেন 'আমি' কিছুই করি না, যিনি অহঙ্কারে অজ্ঞান অন্ধ তিনি ভাবেন আমিই করি।

অর্জ্জুনকে আত্মজ্ঞান দিলেন, বিশ্বরূপ দর্শন করালেন কিন্তু একথা বল্লেন না যে তুমি সংসার ত্যাগ কর। বললেন আমাতে চিত্ত অর্পণ করে কর্ম্ম কর।

হোম, দান, যজ্ঞ, কর্ম্ম, বা যা ভোজন কর সমস্ত আমাতে সমর্পন করে কর, তা হ'লে শুভাশুভ সব হ'তে মুক্ত হ'য়ে সন্ন্যাসযোগেতে আমাতে যুক্ত হবে।

এই কর্ম্ম রহস্য বুঝলে আর কর্ম্ম বন্ধন আসে না। তাই বলছি আমরা যদি সকাল থেকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কর্ম্ম করি তবে ক্রমশঃ তাঁর চরণ শান্তি লাভের পথে উর্দ্ধ দিকে যেতে পারি। যে তদ্‌ভাবে তদ্‌গত হোয়ে নিত্য তাঁরই প্রীতির কর্ম্ম করে, যা তিনি ভালবাসেন না অর্থাৎ আসুরী ভাব আসুরী কাজ তা সযত্নে দূরে রাখে, সে সংসারের সব কাজের মধ্যেও নিত্যমুক্ত নিত্যসন্নাসী!

গীতার প্রথমেই বলছেন "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ইত্যাদি।" হৃদয়রূপ ধর্ম্মক্ষেত্রে দেবভাব পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে অসুরভাব কুরুগণের যুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত পঞ্চ পাণ্ডব ধর্ম্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করলেন। অসুরভাব সেখানে পরাভব হ'ল। আমাদের সদ্‌ সঙ্গ, ভগবানে শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও কৃষ্ণে শরণাগতি নিয়ে চলতে হবে। তা হ'লেই তাঁর কৃপায় অনুরাগ এসে যাবে, অনুরাগ এসে গেলেই আপনিই সব কাজ নিষ্কর্ম্ম হয়ে যাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রবিবাবু বলে গেছেন না—

"জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ
ধন্য হ'লো ধন্য হ'ল, মানব জীবন।"

নিজের সুখের আশায় যা করা যায় তাতে আত্মতৃপ্তি আসে না তৃষ্ণা বেড়ে যায়। পরে আসে শ্রান্তি, দুঃখ, অবসাদ! কিন্তু জীবসেবা ভগবানের সেবা বোধে যা করা যায় তাতেই আসে আনন্দ! আমরা দেখতে পাই, ধনী প্রতিবেশী, সে তার ভোগ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ডুবে আছে, তাকে কেউ মানেও না, খোঁজ খবরও করে না। কিন্তু একটি সাধারণ হয়ত' ছিন্ন কাপড় মলিন বেশ তাকে পাড়া শুদ্ধ 'দাদা' 'দাদা' করে, ভালবাসে। কারণ তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে প্রাণের যোগ আছে, সে হয়ত' কারু ঘরে রোগীর সেবা করছে, কারু শবদেহ বহন করছে, কে খেতে পাচ্ছে না খবর নিচ্ছে। পাঁচ জনের সুখ দুঃখে সে নিজের আত্মতৃপ্তির পথ পেয়েছে। কোন লাভ নেই তবু করে। কারণ পরের ভালো ক'রে সে আনন্দ পায়। এইভাবে ক্রমশঃ আমরা নিষ্কাম আত্মধর্ম্মে উন্নত হোতে পারি।

গীতায় ভগবান বলছেন—

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥"

[গীতা ১২ অঃ ৮ম শ্লোঃ]

আমাতেই মন স্থাপন কর। আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তা হ'লে আমাকেই পাবে। আবার বল্লেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্লোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥"

[গীতা ১২শ অঃ ৯ম শ্লোঃ]

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তবে সৎ কর্ম্মপরায়ণ হও। শ্রবণ, কীর্ত্তন, পূজা পাঠ এ সব কর। আমি সুখী হব ভেবে যদি তুমি এসব কর তাতেও তুমি সিদ্ধি লাভ করবে। সে কর্ম্ম কী? নবধা ভক্তির সাধন। শ্রবণ. কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন পাদসেবন, অর্চ্চন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদনই শ্রেষ্ঠ ভক্তির শেষ ক্রম। আত্মনিবেদিতের নিজের সুখ বলতে কিছু নেই, সে শুধু তাঁর সুখ চেয়ে থাকে।

রবিবাবু বলেছেন—

"ধূলাতে বসিয়া দ্বারে ভিখারী হৃদয় হা রে
তোমারি করুণা মাগে ;
কৃপা নাহি পাই শুধু ব্যথা পাই
সেও মনে ভালো লাগে ॥"

ভক্তির শেষ সীমায় পৌছালে ভক্তের আর করবার কিছুই থাকে না। তখন তিনি হাত বাড়িয়ে টেনে নেন, সে সম্পূর্ণ তাঁরই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। পূজা পাঠ যদিও ভক্তির অধম সোপান তবুও উপরে উঠ্‌তে সাহায্য করে। এ জন্য ইহাও তুচ্ছ নয়। এই ভাবে অভ্যাস করতে করতে জ্ঞানে অধিকার আসে, ক্রমশঃ ধ্যান আসে, ধ্যান এলেই ক্রমশঃ নিষ্কাম প্রেম এসে যায়।

অনুরাগ এলে আর ভাবনা কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই তিনি বলেছেন, একেবারেই যদি আমাতে নিষ্কাম ভক্তি না হয় তাতে নিরাশ হ'য়ো না। অভ্যাসে রত হও। প্রতিদিন প্রতিকর্ম্মে, প্রাতভাবে আমাদের জীবন, তাঁর সঙ্গে পূজা জপ শ্রবণ কীর্ত্তন সদ্‌সঙ্গ দ্বারা যদি যুক্ত রাখতে পারি তবে আমরা তাঁর পথেই থাকতে পারব।

এদিনের সৎ কথা এইখানেই শেষ করে মহারাজজী বললেন, "চলো একটু ঘুরে আসা যাক্।"

দীর্ঘ এক দেড় ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধের মত এক ঘর লোক নীরবে মহারাজজীর মুখ পানে চাহিয়া বসিয়া ছিল। বাণী বলিতে বলিতে মহারাজজীর শ্রীমুখমণ্ডল ভাবের আভায় ঝলমল করিতেছিল। তাঁহাকে ঘিরিয়া অপূর্ব্ব জ্যোতি ঘর আলো করিয়াছিল। ভাবা ধর এত মধুর এমন প্রাণ মন আকর্ষণকারী তাহা সে স্থানে উপস্থিত না থাকিলে হৃদয়গম্য হয় না। "শ্রীমুখের বাণী অমৃতে নিস্থনি" পাষণ্ডের হৃদয়কেও দ্রব করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৬০ সাল
আষাঢ় মাস
স্থান—রোলাণ্ড রোড
শ্রীমতী সরোজ গুহের বাড়ী
সময়
বৈকাল ৪টা

প্রশ্ন

জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—

"সুখ দুঃখ যদি মনের বিকার তবে আমরা সুখ দুঃখে এত অভিভূত হই কেন? ভগবানকে এই স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায় কিনা?"

উত্তর

শ্রীশ্রীমহারাজজী বলিলেন—

"তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, সমাধিগ্রাহ্য। এই জন্য বলা হয় তিনি বাক্য মনের অগোচর। তাঁকে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সবের মধ্যেই বিকশিত দেখা যায়। তখন ছোট বড় ভাল মন্দ সবই তাঁর অংশরূপে দৃষ্ট হয়। আপন পর আর ভেদ থাকে না। তিনি যে কত মধুর কী ও কেমন তা ভাষায় বলা যায় না, যেমন মিষ্টির কিরূপ মিষ্টতা যতই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা যাক্ বোঝানো যাবে না, যদি বুঝতে চাও তবে রসনায় দিয়ে আস্বাদন দ্বারা বুঝতে হবে।

কিন্তু এই ভগবদ প্রেমের স্পর্শ পেতে হ'লে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়। তিনি অতি গভীরের বস্তু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবময় রাজ্যের আনন্দঘন ধন। যেমন সপ্ত দ্বার পারে রাজা থাকেন। প্রত্যেক দ্বারের দ্বারী যদি দ্বার ছেড়ে দেয়, তবে রাজ দর্শন হয়।

এর অনুকূলে সংস্কার চেষ্টা ও ভগবৎ কৃপা থাকা দরকার। প্রথম বিঘ্ন এই দেহ, এই রোগ, আলস্য, জড়তা, আরামপ্রিয়তা, ক্ষুৎ-পিপাসা, রসনার লালসা—এসব জয় করতে হবে। তার পর কামনা বাসনা দ্বেষ, হিংসা, অভিমান, অহঙ্কার, এ সব আছে। চেষ্টা, সংস্কার ও কৃপাবলে এসব পার হয়ে এলেও অনেক সময় ভাবের উচ্ছ্বাস, অশ্রু, পুলকাদি বড় বিঘ্ন হয়ে পড়ে। এ সব এলেই মনে হয় তাঁকে পেয়ে গেছি। কিন্তু তাতে ভুললে চলবে না। আরও এগিয়ে যেতে হবে, যেখানে সৎ ও চিৎ সম্মিলিত হয়ে আনন্দের পূর্ণ বিকাশ হবে, জীব শিবে লীন হ'য়ে যাবে। যেমন—

"মিলন দিনে কেবলই তুমি
নাইকো আমার জীবন রেখা।"

যেমন সিন্ধুতে বিন্দুর মিশিয়ে যাওয়া। আলোর মধ্যে যেমন অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া। এইখানে ভক্তি ও জ্ঞান একীভুত হ'য়েছে।

আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সুখ দুঃখাতীত কিরূপে হবে। মায়া মোহ যতদিন থাকবে ততদিন সুখ দুঃখের হাত কিরূপে এড়াবে, অন্তরে আনন্দঘন প্রেমময় ভগবানের স্পর্শ না পেলে তাঁর প্রেমে আত্মহারা হ'তে না পারলে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গভীরে ডুবে যেতে না পারলে, বাহিরের সুখ দুঃখ মনকে আয়ত্ব করবেই।

মন যেন সমুদ্র, বাহির দিক উচ্ছ্বল তরঙ্গময় কিন্তু ভিতর অতলস্পর্শী গভীর স্থির অচঞ্চল। কোন বিষয়ে মন যদি আনন্দ পায়, তাতে তন্ময়তা এসে গেলেই সে এমন একটা আনন্দ অনুভব করে যে বাইরের কোন কিছু ক্ষতিই তাকে দুঃখ ও সুখ দিতে পারে না।

আনন্দের জন্যই ত' সবাই ব্যাকুল। শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সব প্রাণই আনন্দের জন্য লালায়িত। কিন্তু প্রকৃত আনন্দ কী! তার সন্ধান পায় না বলেই, যা সহজ প্রাপ্য তাই আনন্দ বলে গ্রহণ করে। কিন্তু সে আনন্দ স্থায়ী হয় না। কারণ অনিত্য বস্তুতে আনন্দও অস্থায়ী। যেমন মাতাল ও তার তামসিক আনন্দ। মদ খেয়ে সে আনন্দ পায়, সে তাতে আত্মহারা হ'য়ে যায়। যদিও উহা তামসিক আনন্দ তবু তৎ দ্বারা আমরা প্রমাণ পাচ্ছি যে মন যদি কোন বিশেষ আনন্দ পায় তবে বাহ্যিক দেহের অভ্যাস পর্য্যন্ত থাকে না। মদ পান করার জন্য মদ্যপের দেহ নষ্ট হ'চ্ছে, অর্থের ক্ষতি হচ্ছে, সংসার নষ্ট হচ্ছে, স্ত্রী পুত্র কষ্ট পাচ্ছে, তবু তার কোন দিকে লক্ষ্য নেই। সে সেই নেশার আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে।

আবার রাজসিক আনন্দেও তন্ময়তা দেখা যায়। চিত্রকর ছবি আঁকতে বসেছে তাতেই ডুবে গেছে। অবনীন্দ্র নাথের গায়ে পাখী এসে ব'সতো, তিনি কিন্তু ছবি আঁকতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এত তন্ময় যে তাঁর বাহ্য জ্ঞান নেই। তেমনি বৈজ্ঞানিক যখন প্রকৃতির সম্পদের সন্ধান পায়, তখন বিস্ময়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। সেই নিবিষ্টতা রসের সন্ধান এনে দেয়। তন্ময়তা চিত্রকরকে সাফল্য মণ্ডিত করে।

কিন্তু এসব জড় জগতের আনন্দ। এ হ'তেও যেমন, যেতেও তেমন। কলেজে বড় বড় অঙ্ক শাস্ত্রের লেক্‌চার দিচ্ছে, বাড়ী গিয়ে সাধারণ গল্প গুজবে মেতে যাচ্ছে। যেমন বড় বড় দার্শনিক দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করছে, কত নীতিকথা লিখছে কিন্তু তাদের জীবনে নীতির কোন চিহ্নই পাবেন না।

এই সব দ্বারা আমরা সৎ ও চিৎ এর পরিচয় সর্ব্বদা পাচ্ছি কিন্তু আনন্দ পাচ্ছি না। কারণ সেই সৎ অর্থাৎ জীব, চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য এই দুটি সত্ত্বা আমরা মেলাতে পারছি না।

যতক্ষণ না দুটি একীভূত হ'চ্ছে ততক্ষণ আনন্দ কোথায়? যাঁরা সব বাধা অতিক্রম ক'রে তাঁর প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করেন, তাঁদের উন্মনা ভাব দেখলেই তখন বুঝতে হবে ভগবান তাঁদের তাঁর নিজের বলে গ্রহণ করছেন। তাঁর হাতের স্পর্শ তখন এসে গেছে। প্রেমিক তাঁর প্রেমে তখন ভাব রাজ্যে আত্মহারা হয়ে গেছে।

তার ক্ষুধা তৃষ্ণা দেহ গেহ পুত্র কলত্র কিছুতেই তখন আর দৃষ্টি থাকে না, এই হলো সাত্ত্বিক আনন্দ। এই জন্যই শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

[গীতা ১৮শ অঃ ৬৬ শ্লোঃ]

সর্ব্ব ধর্ম্ম মানে ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম, ঐ যা সপ্তদ্বার বল্লুম কিন্তু এই আনন্দও সম্পূর্ণ নয় যেমন রাধার প্রেম। রাধাপ্রেম চায় প্রেমাস্পদ ভগবান তাকে নিয়ে সর্ব্বদা আনন্দ দান করুন। তাঁর প্রেমে সে ডুবে থাকতে চায়, এখানে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ দুজন না হলে প্রেমের রস আস্বাদন হয় না! তাই প্রেমিক চায় না যে প্রেমাস্পদ ভগবানে সে লীন হয়ে যাক্। যেমন চিনি খেতে চাই চিনি হতে চাই না। চিনিও থাক রসনাও থাক্ মাঝে মাঝে মুখে ফেলে তার মিষ্টত্বটুকু উপভোগ করি। ইহাই দ্বৈতবাদীর মত। কাজেই প্রেমের রসাস্বাদনের জন্য বিরহ ও মিলন অবশ্যম্ভাবী! একবার মিলনের আনন্দ, একবার বিরহের অশ্রু, এই ভক্ত ও ভগবানের প্রেমের খেলা।

বিচ্ছেদই প্রেমকে গভীর করে তোলে, শুধু মিলনে প্রেমের মাধুর্য্য উপলব্ধি হয় না, যেমন যতক্ষণ ক্ষুধা ততক্ষণই মিষ্টি খেতে ভাল লাগে, পেট ভরে গেলে তখন খেতে গেলে বমন উদ্রেক হয় হয়। আবার ক্ষুধা পাওয়ার অপেক্ষায় খাওয়া বন্ধ রাখতে হয়।

পাওয়ার আকাঙ্খা বাড়িয়ে তোলার জন্য বিরহ! এই মিলন বিরহ খেলা ভক্ত ও ভগবান যতদিন দুটি থাকবেন ততদিন থাকবেই। এটা কিন্তু পরাভক্তির চরম অবস্থা। এরপর এই খেলায় যখন শ্রান্তি আসে তখন ভক্ত বলে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আর যেন আজ বাইরে কোথাও
যায় না যেন আমায় দেখা
তোমার মাঝে বিলীন কর
আমার সকল জীবন রেখা।"

জ্ঞানী তার জ্ঞানের পথ দিয়ে যেখানে এসে মিশে যায়, পরাভক্তিও সেইখানেই গিয়ে মিশে যায়,

"মিলন দিনে কেবল তুমি
নাইকো কোথাও আমার দেখা।"

এইখানেই জ্ঞান ও ভক্তির মিলন!

এদিনের বাণী এইখানেই সমাপ্ত করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজজী নীরব হইলেন। প্রেম রসে তাঁর সুন্দর শ্রীমুখখানি রক্তিম আভায় ঢল ঢল করিতেছিল। বাণী বলিবার সময় তাঁহার অন্তরে যে ভাব রসের সঞ্চার হয় তাহা তাঁহার সারা দেহে যেন ছড়াইয়া পড়ে, তাঁর দেহ বিগ্রহ অপূর্ব্ব শ্বেত পীত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। শ্রবণ করিতে করিতে ভক্তমণ্ডলীও অভিভূত হইয়া পড়েন।

ইহার পর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আপনাকে বাহির জগতে মহারাজজী ফিরাইয়া আনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবার তাঁহাকে বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য মোটর আসিল, তিনি সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭/৩১৬

১৯৬০ সাল আষাঢ় মাস	স্থান—রোলাণ্ড রোড শ্রীমতী সরোজ গুহের বাড়ী	সময় বৈকাল ৪টা

প্রশ্ন

শ্রীসুদাম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করলেন—

"নিরভিলাস না হ'লে যদি ভগবানকে না পাওয়া যায়, সংসারীরা তাঁকে পাবে কেমন ক'রে ?"

উত্তর

শ্রীশ্রীমহারাজজী উত্তর দিলেন—

তাঁকে ঠিক ঠিক যখন মানুষ চায় তখন তার কোন অভিলাষ থাকে না, একমাত্র তিনিই অভিলষিত বস্তু হন।

সংসার যায় কোথায় ? যতক্ষণ আমরা জগতে আছি, আহারাদি সব কার্য্যই রয়েছে, ততক্ষণ সংসার রয়েছে। অরণ্যে গেলেও তা থাকবেই।

মনই সংসার। এই মনকে যদি সেই বিশ্বসুন্দর প্রেমময় শ্রীভগবানের চরণে রাখা যায় তবে সংসারে থেকেও অভিলাষ শূন্য হয়ে নিরাসক্ত হ'য়ে শান্তি পাওয়া যায়। অন্যথায় অরণ্যে বাস করেও যদি আমরা ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন হতে না পারি তবে সংসার শূন্য হওয়া যায় না।

সেই পরম সুন্দর প্রেমঘন শ্রীভগবানে যদি চিত্ত পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, তবে এই সংসারেই স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন ও বিশ্বের সব আধারেই তাঁর স্ফুরণ উপলব্ধি ক'রে আনন্দ লাভ করতে পারি।

যেমন আকাশের গা দিয়ে মেঘ, বাষ্প, ধূলি, অন্ধকার সবই ভেসে যায় কিন্তু আকাশ তার স্বরূপ হারায় না, তদ্রূপ আমাদের অন্তরে অধ্যাত্মভূমি চিদাকাশ আছে। আমরা মায়া মোহ ইত্যাদি নানা জঞ্জাল দিয়ে সেই অন্তর আকাশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছি। যদি তাঁর প্রেমে তাঁর নামে সেই অন্তর মার্জ্জনা করি, তবে অধ্যাত্মভূমি অন্তর আকাশে তাঁর আলো বিকশিত হয়ে আমাদের মনের অন্ধকার দূর করে দেবে। তাহ'লে আর সংসারের অভিলাষ থাকবে না।

শ্রীভগবানের করুণার আলো, আমাদের চারিদিকে স্বতঃই প্রকাশিত। আমাদের নয়ন অজ্ঞানতম দিয়ে আমরা অন্ধ করে রেখেছি তাই সে আলো আমাদের ভিতরে প্রকাশিত হয় না! যেমন বাইরের প্রখর সূর্য্যের তাপ বদ্ধ কক্ষের ভিতর প্রবেশ লাভ করতে পারে না, কিন্তু একটুখানি ফাঁক যদি কোনখানে পায় সেখান দিয়ে খানিকটা ঘরে প্রবেশ করে। তবু ত সূর্য্য বা চন্দ্রের আলো ধার করা।

সেই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থ নারায়ণ শ্রীভগবানের আলোই প্রকৃত আলো। সেই আলো অন্তরে বিকশিত হলে আর সংসারের কোন কামনাই মলিন করতে পারে না। যেমন একটি দেশলাই এর কাঠি জ্বাললে বাতাসে তখুনি নিভে যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু অগ্নিকুণ্ড জ্বল্‌লে তাতে বাতাস লাগলে আরও হু হু করে জ্বলে উঠে!

তাই কবি, প্রেমিক, ভগবদ্‌কামী সাধু যাঁরা, তাঁরা নিজের অন্তরে এমন এক অমৃতের আস্বাদ পান, যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, আরাম, বিলাস, বিভব সবই তুচ্ছ হয়ে যায়। নিজেদের অন্তরের তৃপ্তিতেই তাঁরা ডুবে থাকেন। তাই রবিবাবু বলেছেন,

"আঁধার এ ঘরে আপনার করে
প্রেমদীপখানি জ্বালো।"

আমার অন্তরের ঘরে সবই আছে, কিন্তু সে আলো জ্বালবার শক্তি আমার নেই। তুমি নিজের হাতে এসে সেই দিব্য আলো জ্ঞানের আলো, প্রেমের আলো জেলে দিয়ে আমার সব কলঙ্ক কালি মুছিয়ে দিয়ে আমাকে, আমার অন্তরকে সোনা করে দাও।

"পরশমণির প্রদীপ তোমার
অচপল তার আলো
সোনা করি ল'বে পলকে আমার
সব কলঙ্ক কালো॥"

সেই প্রেমময় চিরসুন্দর শ্রীভগবানের প্রেমের জ্যোতি অচপল। সেই প্রেম স্পর্শমণির মত। আমাদের স্বার্থ সুখ কামনা বাসনা পূর্ণ লৌহসদৃশ কঠিন মনকে সোনার মত রমনীয়, কমনীয় করে তোলে। সেই আলোর স্পর্শে জেগে আমরা তখন দেখি সবেতেই তাঁর প্রকাশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি যত দীপ জ্বালিয়াছি তাহে
শুধু জ্বালা শুধু কালো।
আমার ঘরের দুয়ার শিয়রে
তোমারি প্রদীপ জ্বালো—
কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার
মিলাবে ধন্য হ'য়ে
তোমারি পুণ্য কিরণে জাগিয়া
সবারে বাসিব ভালো ॥"

সংসারের পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন ইত্যাদিতে যে মায়া মোহ প্রসূত স্নেহে প্রেমের আলো আমরা জ্বালি তাতে শুধু শোক দুঃখের জ্বালা ও কালি। তাই কবি বলেছেন—আমার অন্তর দুয়ার শিয়রে তোমারই কিরণ ঢালো। প্রভু তাহ'লে আমার মনের কোণে কোণে যত মোহ স্বার্থের অন্ধকার আছে তা সব মিলিয়ে গিয়ে তোমার আলোয় ধন্য হবে। সেই পুণ্য কী? আমার সুপ্ত মন জেগে ঘর ও পর সব এক করে দেবে। তখন আত্মীয় ও পর সবেতেই তাঁরই স্ফুরণ দেখব।

কিন্তু আমরা সংসারকে জঞ্জাল মনে করি কোথায়? শ্মশান বৈরাগ্যে তাঁকে পাওয়া যায় না। রোগ, শোক, আঘাত পেয়ে কিংবা যতটুকু ঠাকুর ঘরে রইলাম ততটুকু তারপর ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়েই সব ভুলে গেলাম। বাইরের আলোচনা, বাজে কথা নিন্দা সুখ্যাতিতে ডুবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলাম। অন্তরে যা জেগেছিল ক্ষণিকের জন্য, তা মিলিয়ে গেল। উহা শ্মশান বৈরাগ্য।

সর্ব্বদা সৎ কথা, সদ সঙ্গ, ঈশ্বর স্মরণ মনন দ্বারা মনকে খোরাক দিতে হয়। শরীরের ক্ষুধা যেমন শরীরকে বাঁচিয়ে রাখে, মনের ক্ষুধা তেমনি অন্তরকে বাঁচিয়ে রাখে। সাত্ত্বিক আহার দ্বারা যেমন দেহ শুদ্ধ করতে হয়, সেইরূপ সাত্ত্বিক ভাবধারা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি করতে হয়। গুরু সেবা, সৎ সঙ্গ, ভগবৎ আলোচনা এই সাত্ত্বিক ভাব। তবেই অন্তরে আমরা শ্রীভগবানের করুণার আলো উপলব্ধি করতে পারব।

তাই বলছি সংসার বন্ধনের কারণ নয়। বন্ধনের কারণ মন। তাই চণ্ডীতে বলছেন—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগ্রতি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশ্যা পশ্যতো মুনেঃ ।"

যখন সকল প্রাণী নিদ্রিত তখন সংযমী জাগ্রত থাকেন। যখন সকল লোক জাগ্রত থাকে তখন জ্ঞানবান মুনি সুপ্ত থাকেন।

আমাদের এই চক্ষু চন্দ্র সূর্য্যের চেয়েও বড় কারণ এই চক্ষুর মধ্য দিয়ে চৈতন্য স্বরূপ শ্রীভগবানের রূপ দর্শন হয়।

——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৬০ সাল } স্থান—রোলাণ্ড রোড { সময়
আষাঢ় মাস } শ্রীমতী সরোজ গুহের বাড়ী { বৈকাল ৪টা

প্রশ্ন

শ্রীসুদাম চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করলেন—
"নবধা রসের মধ্যে মধুর রস শ্রেষ্ঠ কি না।"

উত্তর

উত্তরে শ্রীশ্রীমহারাজজী বলিলেন—

ও সব হ'লো ভাবগম্য। মূল কথা হ'ল অনুরাগ ও আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদন করতে পারলেই সব রসই শ্রেষ্ঠ। রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ কিছুই নাই। ঠিক ঠিক অনুরাগ এলে সংসারের মধ্যে থেকেও তাঁকে পাওয়া যায়। জনকাদি ঋষিগণ সংসারে থেকেও মোক্ষলাভ ক'রেছিলেন।

ভগবান আমাদের অনুরাগ দিয়েই পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমরা সে অনুরাগ কৃষ্ণে অর্পণ না করে আপাত রমনীয় অনিত্য বস্তুতে অর্পণ করে অনুরাগের অপব্যবহার করছি।

যেমন মা তাঁর সন্তানকে বিদ্যা অর্জনের জন্য বিদেশে পাঠান। পাঠাবার সময় নানা রকম খাবার দ্রব্য দিয়ে অর্থাদি দিয়ে পাথেয় দিয়ে দেন। কিন্তু ছেলে বিদেশে গিয়ে নানা কুসঙ্গে পড়ে সেই অর্থের অপব্যয় করে, কতকগুলি বন্ধু বান্ধব জুটিয়ে স্ফূর্ত্তি আনন্দ করে নিঃসম্বল হয়ে পড়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন দেখা যায়, বন্ধু বান্ধব সব একে একে সরে পড়েছে। তখন সে বুঝতে পারে সবই স্বার্থের খেলা, কেউ বন্ধু নেই। তখন ঘরের কথা, মায়ের কথা মনে পড়ে। কিন্তু মায়ের কাছে ফিরতে গিয়ে দেখে সে নিঃসম্বল। পথের খরচা বলতে পাথেয় বলতে আর কিছুই নেই। তখন সে ক্ষমা চেয়ে কেঁদে কেটে মাকে জানালে, মা দয়া করে (মা কি সন্তানকে ছাড়তে পারেন ?) পাথেয় পাঠিয়ে দেন তবে ছেলে ঘরে ফিরে আসে।

তেমনি আমাদের বিশ্বপিতা জগৎমাতা আমাদের অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম দিয়েই পাঠিয়েছেন। সে অনুরাগ আমাদের অন্তরে ছাই চাপা অগ্নির মত রয়েছে, আমরা সংসারের জঞ্জাল দিয়ে সে প্রেমাগ্নি চেপে রেখেছি, মিথ্যা অনিত্য বস্তুতে চিত্তদান করে। তারপর দেখব স্বার্থ শেষ হ'লে কেউ কারো নয়। তাই যৌবন শেষে দেখা যায় স্বামী স্ত্রীকে মানে না স্ত্রী স্বামীকে মানে না। এমনও দেখা যায় বাড়ীতে স্ফূর্ত্তি আনন্দ হচ্ছে, বিবাহাদি হচ্ছে কিন্তু বৃদ্ধ পিতা মাতার খবর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। তার কারণই হচ্ছে স্বার্থ সম্বন্ধ। স্বার্থ ফুরোলে কেউ কারো নয়। তখন আঘাতের পর আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে আমাদের ভগবানকে মনে পড়ে। ভগবানকে মানুষ কখনও ভোলে না। সব ভুলতে পারে কিন্তু ভগবানকে ভুলতে পারে না। তবে সংসারের জঞ্জালে চাপা থাকে। দুঃখ বিষাদ ব্যথা এলেই তাঁকে মনে পড়ে। সুখ এলেই আবার চাপা পড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়। এরই নাম শ্মশান বৈরাগ্য। যেমন অল্প আগুন বাতাসে নিভে যায়, আর জোর আগুন বাতাসে বেড়ে যায়, তেমনি সংসারও করছি ভগবানকেও ডাকছি এমন যারা তারা সংসারে সুখ এলেই ভগবানকে ভুলে যায়।

প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসীর কাছে কিন্তু,

"দুখের বেশে এসেছ বলে,
তোমারে আমি ভুলিব না হে।"

তার সবেতেই ঈশ্বর প্রীতি বেড়ে যায়। সবের মধ্যেই সে প্রেমাস্পদরেই স্পর্শ পায়। তখন সংসারের সবের মধ্যেই তাঁরই বিকাশ দেখতে পায়। যেমন পতিব্রতা সাধ্বী সতী, সে স্বামী যেমনই হোক, তাকে দেবতার মত পূজা করে। স্বামীই তার ধ্যান জ্ঞান। স্বামীর দেওয়া দুঃখে সে গভীর দুঃখ পেলেও, স্বামীর সেবা যত্ন ছাড়ে না। তেমনি কৃষ্ণানুরাগী সর্ব্বস্ব দিয়ে, জগতপতি কৃষ্ণের পূজা করে থাকে। সবের মধ্যে তার চিত্ত তাঁতেই লেগে থাকে। সব বাক্যে সব কার্য্যে সবেতেই তার কৃষ্ণ নাম আসে, কৃষ্ণগুণ ভাসে।

"যত্র যত্র নেত্র পড়ে
তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।"

এরূপ কৃষ্ণানুরাগীর আর বিধি নিষেধ নাই, সে তাঁতেই তন্ময় হয়ে থাকে। তখন তাঁর নাম যেখানে নেই, তাঁর কথা যেখানে নেই সেখানে যেতে ইচ্ছে করে না। এই অনুরাগে একটি পাথরের একটি মাটির মূর্ত্তিতেও তাঁকে পাওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গভীর অনুরাগে ও বিশ্বাসে একটি মাটির ঢেলাও চৈতন্যময় হ'তে পারে।

এই জন্য ভগবান বলেছেন সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে আমারি শরণ লও। আমার শরণ নিলে আর কোন ভাবনা নেই। সব পাপ তাপ হতে আমিই রক্ষা করব।

তিনি আমাদের সঙ্গে চোর চোর খেলা খেলছেন, আমরা তাঁকে ধ'রবো বলেই এসেছি। কিন্তু তাঁকে ধ'রতে না পেরে পথ ভুলে ঘুরছি।

তিনি মাঝে মাঝে "কু—উ" করে জানিয়ে দিচ্ছেন যে "আমি আছি।" সেই "কু—উ" শব্দটি হচ্ছে সংসারের দুঃখ শোক। তিনি কত করুণাময় তা কি আমরা বুঝতে পারি? দুঃখ শোকে অভিভূত হয়ে পড়ি। কিন্তু দুঃখ এলেই আমরা তাঁর দিকে মুখ ফেরাই।

তাঁতে মন লাগিয়ে রাখতে হবে। তা হলে ক্রমশঃ ক্রমশঃ অনুরাগ এসে পড়বে। অনুরাগ যতদিন না আসে ততদিনই শ্রবণ, কীর্ত্তন, বন্দন, বিধি নিষেধ। অনুরাগ এসে গেলে তখন চিত্ত তাঁতেই তন্ময় হয়ে থাকে। তখন প্রেম-রসাস্বাদন। যেমন মহাপ্রভু—

"বহিরঙ্গ সনে করেন নাম সংকীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ সনে করেন রস আস্বাদন।"

এই সময় অনুরাগীর চিত্ত কৃষ্ণ ছাড়া একতিলও যেন বাঁচে না। যেমন মহাপ্রভু বলেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তোমার বিহনে প্রভু ক্ষণ মাত্র কাল
যুগ বলি মনে হয় হে প্রিয় রসাল॥"

কৃষ্ণ প্রেমে চিত্ত মগ্ন হ'য়ে গেলে, সবই কৃষ্ণময় মনে হয়। শ্রীরাধার. কালো কেশ কালো মেঘ দেখে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হ'তো. তন্ময় হয়ে বল্‌তেন, "সখি অন্তরে বাহিরে সবই গোবিন্দ দেখছি।" সমুদ্র দেখে চৈতন্যদেব কৃষ্ণ বলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সর্ব্বদা চিন্তা দ্বারা আত্মহারা হয়ে গেলে আর বাহ্য জ্ঞান থাকে না। তখন সংসার থেকেও ত্যক্ত সন্ন্যাস। আর মহারণ্যে গিয়েও যদি বিষয় চিন্তা করা যায় তবে সেও ঘোর সংসার।

ভগবানকে পাব বলেই আমরা এসেছি, যেমন নদী পাহাড় থেকে বেরিয়েছে সাগরে মেশাবার জন্যই। যেমন সে এঁকে বেঁকে চলুক না কেন যদি সে বাধা বিঘ্ন না মেনে তার ক্ষীণ ধারাটি বয়ে নিয়ে চলে ত' দেখব একদিন সাগরে সে লীন হয়ে গেছে। আর যদি তার তরঙ্গ বিঘ্নের মাঝে বেঁধে দেয় তবে মাঝ পথে শুকিয়ে যাবেই।

তেমনি যদি আমরা আমাদের চিত্ত ধারাটি তাঁতে সংলগ্ন করেই রাখি তবে একদিন না একদিন কৃষ্ণ সমুদ্রে মিশতে পারবই। আর যদি মায়া মোহে চিত্তটি বদ্ধ করে রাখি, তবে আবার হারিয়ে গেলাম।

বার বার জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্তে কত জন্ম কত দিন কেটে গেছে। তারপর এই মনুষ্য জন্ম। এ জন্মে তাঁকে আরাধনা করার জন্যই আসা। তা আর হ'লো না যদি মায়াতে আবদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে যাই। তবে আবার ঘোরা ফেরা করতে হবে। জন্ম মৃত্যুর এই আবর্ত্তন হ'তে কে বাঁচবে?

গর্ভে থাকাকালীন সেই দারুণ যন্ত্রনায় আমরা তাঁকে ডাকি। তাঁর শরণ নিই, বলি, "প্রভু এ যন্ত্রনার হাত হতে রক্ষা কর। এবার তোমায় ডাকব, তোমার শরণ নেব, যাতে আর না এই যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়।"

কিন্তু জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তা ভুলে গেছি। কাঁদবার জন্যই ত মানুষ এসেছে। দেখনা জন্ম মাত্র শিশু কেঁদে জানিয়ে দেয় এই দুঃখ তাপময় মোহ কারাগারে ভগবান আমায় দুঃখ ভোগ করতে পাঠিয়েছেন।

আবার মায়ায় অন্ধ হয়ে দুর্ভোগ ভুগে মৃত্যুক্ষণে সংসার ছেড়ে যেতে কেঁদেই যায়।

দৈবাৎ কোন ঋষি মহাজন যাঁরা আসেন, তাঁরা হেসে আসেন, হেসে যান।

একটি মানব শিশু জন্ম গ্রহণ করলে, তার দিকে সমস্ত দেবতারা দৃষ্টি দিয়ে থাকেন লোলুপ নয়নে। কারণ তাঁরা জানেন কী দুর্ল্লভ এই জন্ম। এই জন্মে সাধন করলে পরম প্রেয় ভগবানকে পাওয়া যায়। তাঁরা ত' এই জীবন পেতে পারেন না। সেখানে ত শুধু ভোগ সুখ। সেই গন্ধর্ব্বাদি দেবতাগণের দৃষ্টি হ'তে রক্ষা করার জন্যই ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয় পূজার ব্যবস্থা।

বেদে নাড়ী ছেদনের যে মন্ত্র আছে, তাতে বলা হয়েছে "তোমার যোগসূত্র ছেদন করা হ'ল। এতদিন তুমি জননীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্নেই পরিপুষ্ট হচ্ছিলে। এখন তোমাকে স্বাধীন সত্ত্বা দেওয়া হ'লো। এখন তুমি তোমার ভাল মন্দ নিজেই বেছে নাও। আজ হ'তে তোমায় জগতে প্রতিষ্ঠিত করা হ'লো।

মার্কণ্ডেয়কে এই ভাবেই জগতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। আমরা সেই মনুরই বংশধর। আমরা এসেছি ভগবানকে প্রকাশ করার জন্য। সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে মিথ্যা সুখের আশায় নিজের সত্ত্বাকে নষ্ট করতে আসিনি।

এই সংসারে ভগবান আমাদের মধু মক্ষিকা করে পাঠিয়েছেন। আমরা যদি কৃষ্ণ প্রেম মধু পান করতে পারি, তবে অমর হ'য়ে যাব। মধুমক্ষিকার একটি বিশেষ গুণ যুক্ত হুল্ আছে, সে যে ফুলেই বসুক মধু আহরণ করবেই. তেমনি আমাদের সদ্ অসদ্ বিচার রূপ বিশেষ বিবেকী মনরূপ: হুলটি যদি কৃষ্ণ প্রেম মধু আহরণ করতে পারে তবে এ জীবনেই তাঁকে পেয়ে ধন্য হ'তে পারি। জীবন সার্থক করতে পারি। সংসারকে তোমায় ছাড়তে হবে না, সংসারই তোমায় তখন ছাড়বে।

সেই প্রেমময় জগতপিতা আমাদের কত ভালবাসেন, তাকি আমরা চিন্তা করি? আমরা কত পাপ কত অন্যায় করছি কিন্তু তিনিত' আমাদের দিতে কিছুই কার্পণ্যতা করছেন না? আমরা দোষী বলে কি তাঁর বায়ু হ'তে আমাদের বঞ্চিত করেছেন? না তাঁর সূর্য্যের তাপ হ'তে [illegible] কিরণ হ'তে বঞ্চিত করেছেন? না যে ধরিত্রীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়িয়ে আমরা পাপ করছি সেই ধরিত্রী দ্বিধা হ'য়ে আমাদের স্থানচ্যুত করেছেন ?

জগতের মা বাপ দেখ, সন্তান অন্যায় কাজ করলে তাকে বিষয় হ'তে বঞ্চিত করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে শাস্তি দিয়ে থাকেন। কারণ ইহা স্বার্থ যুক্ত ভালবাসা ভাই।

যাঁর নিশ্বাসের বায়ুতে আমরা জীবন ধারণ করছি, যাঁর অঙ্গের এককণা জ্যোতি নিয়ে চন্দ্র সূর্য্য তারকা এমন জ্যোতির্ম্ময় হয়ে আমাদের সেবা করছে, যাঁর প্রেম নাম মাত্র স্নেহরূপে জননীর বুকে সঞ্চারিত হয়ে আমাদের কত মমতায় পালন করছে, তাঁকেই আমরা ভুলে বসে আছি।

মা দেখ যাই শিশু ভূমিষ্ঠ হ'লো সেই ক্ষণে সেই শিশুতে মায়াতে সে আত্মহারা হ'য়ে গেল। তার কাছে সন্তান ছাড়া আর কিছুই তখন প্রিয় নয়। এই স্নেহদান না করলে আমরা মানুষ হ'তে পারি না।

প্রশ্ন

সুদাম বলিল—

"তা হলেও আমার মনে হয় গুরুকৃপা থাকা দরকার যেমন স্কুলের মাষ্টার না হলে চলে না। তেমনি গুরুর শিক্ষা না হলে হয়ত আমরা পারব না।"

উত্তর

উত্তরে মহারাজজী স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হ্যাঁ তাতে উপকার ও সাহায্য অনেক হয় বটে। এই জন্য সদ্‌গুরু দরকার। কিন্তু তাঁর শিক্ষা কি আমরা সবটা নিই? এতো মনের ব্যাপার! কোন মেশিনারী কাজ নয় যে হাত দিয়ে তৈরী করে দিলাম। স্কুলে শিক্ষক ত সব ছাত্রকে একভাবে পড়িয়ে যান। কেউ বা ফেল্ করে কেউ বা প্রথম হয়। তাঁর (গুরুদেবের) শিক্ষা কাজে লাগাবার চেষ্টা ও মন সংযোগ থাকা দরকার।

প্রশ্ন

সুদাম পুনরায় প্রশ্ন করিল—

"এ জন্য কি ভাবে থাকা দরকার?"

উত্তর

শ্রীশ্রীমহারাজজী বলিলেন—

"শুদ্ধভাব, সৎচিন্তা, সৎসঙ্গ" সাত্বিক আহার, শ্রবণ কীর্ত্তন মনন দ্বারাই মন শুদ্ধ হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়কে আমরা বাইরে ছড়িয়ে দিয়েছি বলেই, সে বিপথে গিয়ে আমাদের শত্রুতা করছে। এই ইন্দ্রিয়কে ভগবদমুখী করলেই সে আমাদের সঙ্গে মিত্রতা করবে। এই চক্ষু দিয়ে তাঁর রূপ দর্শন। কর্ণ দিয়ে তাঁর নাম শ্রবণ, মুখ দিয়ে তাঁর গুণ বর্ণন, হাত দিয়ে তাঁর পূজা, মন দিয়ে তাঁর ধ্যান। এই ভাবে যদি আমরা ইন্দ্রিয়কে চালনা করি, তবে এই বহিঃ ইন্দ্রিয়েই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা অন্তরমুখী হওয়ার সাহায্য পেতে পারি। তা নইলে জন্ম জন্ম এই অজ্ঞান তমে ডুবে থাকতে হবে।

আমাদের সেবার জন্য দিতে ত তিনি কিছুই কার্পণ্যতা করেন নি, আমরা কিন্তু তাঁর দিকে মুখ ফেরাই না। তাঁর দিকে মুখ ফেরালেই কিন্তু দেখতে পাই তিনি প্রেম পাত্র হাতে দাঁড়িয়েই আছেন।

কৃষ্ণকে যে ভাল বাসে সে কি দুঃখে তাঁকে ছাড়তে পারে? দুঃখ তাকে আরও গভীর প্রেম বিশ্বাস দান করে। প্রহ্লাদকে দেখ! কত পীড়ন লাঞ্ছনে সে কৃষ্ণ নাম ছাড়েনি। যে প্রেমে সে সর্ব্বত্রই তাঁকে দর্শন করেছে. এবং তার বিশ্বাসে স্তম্ভ মধ্যে তাঁকে প্রকট হতে হয়েছিল।

তাই বলছি এই যে মানব দেহ ভগবান দান করেছেন ইহা ভোগের জন্য নয় ত্যাগের জন্য।

এই দেহে তাঁকে পাওয়া তাঁকে চাওয়াই শ্রেষ্ঠ কাম্য, আমরা তাঁর জন্যই এসেছি। যেমন নদী সাগরে লীন হওয়ার জন্যই জন্মেছে। বিপরীত পথে গেলেও আবার বেঁকে ঠিক পথ ধরে সাগরে যায়। যেমন কাশীতে উত্তর গঙ্গা! উত্তরেই তার জন্ম, সে যাবে দক্ষিণে, তা না গিয়ে সে আবার উত্তর অভিমুখেই বইতে সুরু করলো। তারপর খানিকদূর গিয়ে আবার বেঁকে দক্ষিণমুখী হ'য়ে সাগরগামিনী হ'লো। সেইরূপ আমাদের জীবন ধারা যদি উল্টো পথে যায়, তবে আবার ফিরে এসে ভগবদমুখী হ'তেই হবে।

তাঁতে যে গভীর অনুরাগী সে নিজেকে কেমন করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপন করবে। যতই চেষ্টা করুক কোন না কোন রকমে প্রকাশ পেয়েই যাবে।

রবিবাবু বলেছেন—

"সকল বাক্যে সকল কার্য্যে
প্রকাশিবে তব আরাধনা।"

তন্ময় চিত্ত তাঁকে অন্তরে বাহিরে পাওয়ার জন্য লালায়িত থাকে। যেমন একটি পুত্রহারা জননী—কেউ যদি তার মৃত পুত্রের নাম ধরে ডাকে ত' সে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে, কারণ পুত্র বিচ্ছেদ ব্যথায় তার বুক ভরে আছে। তেমনি কৃষ্ণ বিরহীর সাম্‌নে কৃষ্ণ নাম হওয়া মাত্র তার অশ্রু আসে। সে তখন কৃষ্ণ ছাড়া কিছুই জানে না। এইরূপ অনুরাগ নবধা ভাবেই আসতে পারে। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ কিছুই নাই। ভোরের মন্ত্রে আছে—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশঃ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

আমি কিছুই জানি না তুমি হৃদয়ে রয়েছ যা করাবে তাই করবো। রাত্রে আমি সুপ্ত ছিলাম এখন আবার নূতন প্রভাবের আলোকে তোমার প্রেরণায় চলবো। এই যে দেহ ইহা ত' শ্রীভগবানের মন্দির। চক্ষু তাঁকে দর্শন করার জন্য, এই হাত পা তাঁর সেবার জন্য। এই হৃদয় মন তাঁকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবার জন্য আমরা পেয়েছি। তাই বলছি এই মানবদেহ ভোগের জন্য নয় যোগের জন্য।

ভূতগ্রস্ত লোক যেমন সর্ব্বত্র ভূত দর্শন করে—সবাই বলছে ভূত কোথাও নাই, সে কিন্তু সর্ব্বদিকে ভূত রয়েছে বলে যাচ্ছে। কারণ অন্তর ভূতাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তাই তার দৃষ্টিতে ভূতেরই ছায়াপাত হচ্ছে।

সেই কৃষ্ণে যার চিত্ত মগ্ন হয়ে গেছে, চিত্ত তার কৃষ্ণময় হয়ে গেছে। সেও যেখানে দৃষ্টিপাত করে কৃষ্ণেরই রূপ দর্শন করে। এরূপ কোন একটি ভাবেতেই হয়। সখ্য ভাবেও হয়, মধুরভাবেও হয় বাৎসল্যভাবেও হয়।

আজকের সদ্‌সঙ্গ এইখানেই সমাপ্ত হইল। সারা ঘরখানি ভরিয়া বহু নরনারী চিত্রার্পিতের ন্যায স্থির নেত্রে এক ঘণ্টার উপর তন্ময় হইয়া শ্রীশ্রীমহারাজজীর মুখপানে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। এবার মহারাজজী উঠিলেন, সকলে যেন বাধ্য হইয়া উঠিল। তাহাদের শ্রবণের তৃষ্ণা যেন মিটিতে চাহিতেছে না।

কৃষ্ণকথায় মহারাজজী তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। অরুণ বর্ণ শ্রীমুখমণ্ডল প্রেমে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সুন্দর মধুর কণ্ঠস্বর, সরল সুন্দর বাণী অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। যাঁহাদের বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছিল তাঁহারা সকলেই জানেন গভীর কৃষ্ণ কথায় মহারাজজী কিরূপ উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৬০ সাল } স্থান—রোলাণ্ড রোড { সময়
আষাঢ় মাস } শ্রীমতী সরোজ গুহের বাড়ী { বৈকাল ৪টা

প্রশ্ন

একটি ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলাম—

"নামে রুচি, ঐকান্তিকতা, একাগ্রতা কি ভাবে হয় ?"

উত্তর

ইহা শুনিয়া একটু মধুর হাসি ছড়াইয়া মহারাজজী বলিলেন—

অনুশীলন দ্বারা হয়। প্রতিনিয়ত নাম শ্রবণ মনন দ্বারা হয়। যেমন বিষয় নিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে বিষয়েই চিত্ত ধাবিত হয়ে তাতে নিজেকে হারিয়ে ফেলা যায়, তেমনি হরি বিষয়ে লেগে থাকতে থাকতে হরিতেই চিত্ত তন্ময়তা লাভ করে।

প্রশ্ন

"ভদ্রলোক পুনরায় বলিলেন—

তা হ'লে নিজের চেষ্টায় হয় না। ভগবানের কৃপায় হয় ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর

শ্রীমন্ মহারাজজী বল্লেন—

নিজের চেষ্টাই ভগবানের কৃপা। আমরা ভগবানের কৃপা বলি যখন একটা অপ্রত্যাশিত ভাবে কিছু পাই সেটাকেই। কিন্তু প্রাণের মধ্যে সে জন্য গোপন চেষ্টা ছিল হয় ত' নিজের অজ্ঞাতসারেও ছিল।

প্রথমে চাই শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, তারপর চাই নিষ্ঠা। আত্ম-বিশ্বাসী একান্ত নিষ্ঠার সহিত সাধন করলেই ঈশ্বরের কৃপা উপলব্ধি করতে পারে।

ঈশ্বরের কৃপাবারি ত' সর্ব্বদাই বর্ষিত হচ্ছে, আমরা নিতে পারছি কই? যেমন বর্ষার জল সর্ব্বত্রই পড়ছে, যেখানে খাল আছে, পাত্র আছে সেখানে জমছে, উঁচু স্থান হ'তে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

প্রশ্ন

পুনরায় প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক—

"সংসার থেকে আমরা সব পেয়েও শান্তি পাই না কেন?"

উত্তর

শ্রীমন্ মহারাজজী বলিলেন—

তার কারণ আমাদের বুদ্ধি, বিষয়মুখী এবং সে বুদ্ধির ভিতর সাত্ত্বিক ভাব নেই, তাই আমরা এই দুঃখের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে থাকি। আমরা মহাজনদের বাণী ও উপদেশ শ্রবণ করি শুধু সাময়িক ভাবে। ঘরে গিয়ে দেখি সব কথাই ভুলে গেছি। এই শান্তির মূলে হ'লো বিচার ও অভ্যাস। বিচার ও অভ্যাস ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। বিচার ব্যতিত সৎ এর উপলব্ধি হয় না এবং অভ্যাস ব্যতীত এই বিচারও স্থায়ী হয় না, সৎসঙ্গ ও হরিকথা আমাদের এই দুইটি সাহায্য করে।

আমাদের জীবনে দুঃখের প্রধান কারণ হচ্ছে অসৎএ সদ্‌বুদ্ধি এবং সৎ এ অসদ্‌বুদ্ধি।

সামনে একটি সাদা বস্তু আছে কিন্তু আমাদের চোখে রঙ্গীন চশমা থাকায় সেই সাদা বস্তুটি সেই চশমার রং অনুসারে রঙ্গীন দেখি। মূলতঃ সেটি কিন্তু সাদাই।

এই সত্য দর্শন আমাদের আসবে সৎসঙ্গ ও সৎগ্রন্থ দ্বারা। এই সদ্ বস্তুটি আমাদের মধ্যেই আছে।

মৃগ যেমন তাঁর নাভিস্থিত কস্তুরীর গন্ধে মাতাল হ'য়ে বনে বনে ছুটে বেড়ায় কিন্তু নিজের অঙ্গের পানে চায় না, তেমনি আনন্দময় ভগবান আমার অন্তরে রয়েছেন, আমি সেদিক পানে না তাকিয়ে বাইরে আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাই দুঃখই পাচ্ছি আনন্দ পাচ্ছি না।

তিলের মধ্যে যেমন তৈল পরিপূর্ণ, চকমকিতে যেমন আগুন ভরেই আছে, কিন্তু তিল না পিষলে তেল বেরোয় না চকমকি না ঘষলে আগুন বেরোয় না তেমনি আমাদের মায়া মোহ আচ্ছন্ন মনকে সদসঙ্গ দ্বারা বিচার দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভ্যাস দ্বারা অন্তর্মুখী না করলে আনন্দময় ভগবানের স্বর্গ পেতে পারি না। এই মনকে হরিনাম সাধন দ্বারা স্থির করলেই আনন্দময় শান্তিময় ভগবানের স্পর্শ পেতে পারি।

হিন্দীতে একটি দোহা আছে, যার অর্থ "তিলে তেল ও চক্মকিতে অগ্নি লুক্কায়িত আছে, তেমনি তোমার স্বামী তোমার অন্তরে লুকিয়ে আছেন।"

আমরা সেই অন্তর পানে না তাকিয়ে ভাবি টাকায় শান্তি আছে। যার পুত্র নেই, সে পুত্র লাভ ক'রে শান্তি পেতে চায়। ধন জন ঐশ্বর্য্য সুখে শান্তি থাকলে রাজার ঘরে দুঃখ থাকতো না। সংসারে এমন একটি ঘর নেই যেখানে দুঃখ নেই।

চন্দন বাহিরের অঙ্গ শীতল করে। চন্দ্র মনের দহন শীতল করে। কিন্তু এসবের উপরে এমন একটি বস্তু আছে যা দেহ মন দুই শীতল করে, সেটি হ'চ্ছে সৎসঙ্গ হরিকথা! সৎসঙ্গই আমাদের ভগবানের পথে শান্তির পথে নিয়ে যায়। যেমন একটি ভালো ঘরের ছেলে যদি অসৎ সঙ্গে পড়ে ত' মন্দ হ'য়ে যায়। আবার বাপ মা ভালো নয় বা ঘর ভালো নয়, এমন শিশু যদি সৎ সঙ্গে থাকে ত' ক্রমশঃ ভগবৎ ভক্ত হ'য়ে যায়। ভগবানের নামের এমন প্রভাব যে এক গণিকা তার পাখীকে রাম নাম শিখাতে "রাম" "রাম" বলতো, তার রামে প্রেম ভক্তি ছিল না, রামে ধ্যানও ছিল না। কিন্তু সেই সময় তার মৃত্যু এসে তাকে ভগবানের চরণে নিয়ে গেল। সারা জীবনের পাপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাশি তাকে দুঃখ দিতে পারলো না। যেমন একরাশি পেঁজা তূলোর মধ্যে একটি দেশলাই কাঠি জ্বেলে দিলে তৎক্ষণাৎ তূলো ভস্মীভূত হয়ে যায়। তেমনি সারা জীবনের পাপরাশিতে রাম নামরূপ পাবক শিখা ধ'রলে পাপরাশি তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

একটি হিন্দী দোঁহা আছে যার অর্থ হচ্ছে—

"এক গোবরে পোকা ও এক মধু মক্ষিকা দুজনে খুব ভাব ছিল বন্ধুত্ব ছিল। একদিন সেই মধু মক্ষিকা গোবরে পোকাকে বল্লে "বন্ধু তুমি কেবল গোবরের রস পান কর দেখে আমার খুব দুঃখ হয়। চলো তোমায় আমি কমল মধু পান করাবো। তারপর তাকে নিয়ে গিয়ে সে একটি প্রস্ফুটিত কমলে বসে মধুপান করতে লাগলো। গোবরে পোকা কোনদিন মধু পান করেনি। সে তন্ময় হ'য়ে মধু পান করতে লাগলো। সন্ধ্যা হয়ে এলো মধু মাছি উড়ে গেল। কিন্তু গোবরে পোকা মধু পান করতে এমনিই তন্ময় যে সে আর উঠতে পারলো না। এমন সময় সন্ধ্যায় কমলের দল বন্ধ হ'য়ে গেল। গোবরে পোকা কমলের মধ্যেই রয়ে গেল। প্রভাতে কমলের পাপড়ী খোলার আগেই শিব মন্দিরের এক পূজারী ফুলটি তুলে নিয়ে এসে সেটি শিব পূজায় শিবের মাথায় দিলেন। তারপর সেই ফুল মন্দির পরিষ্কারের সময় গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হলো। ফুল গঙ্গায় ভেসে চল্লো। এদিকে তার বন্ধুকে খুঁজতে গিয়ে দেখে সে গঙ্গায় কমলে বসে ভেসে যাচ্ছে। মধুমাছি তাকে ডেকে বল্লে "বন্ধু! তাড়াতাড়ি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উড়ে এস নইলে ডুবে যাবে' তখন সেই গোবরে পোকা বল্লে, "বন্ধু আর ফিরে যাব না। সৎ সঙ্গের গুণ ছ্যাখো, আমি হীন ক্ষুদ্র গোবরের পোকা ছিলাম। গোবরের রস ছাড়া জানতাম না,' তোমার সঙ্গে এলাম কমল মধু পান করলাম তাতে তন্ময় হয়ে চড়ে গেলাম শিবের মাথায়, তারপর এই পাবনময়ী গঙ্গায় ভেসে চলেছি, যাতে সাধু মহাজনগণ অবগাহন করে ধন্য হ'ন। এতে ডুবে মরতে পারলে না জানি আরও কি সদ্ গতি হবে। অতএব আমি আর ফিরে যাব না।"

এই জন্য মহাজনগণ বলেছেন, এক ঘণ্টা পার আধ ঘণ্টা না পার তারও অর্দ্ধেক সময় সৎসঙ্গ কর, তবে ভগবদ্ মুখী হবে। অবশ্য সেই সৎ সঙ্গের সঙ্গে বিচার বিবেক রাখতে হবে। নতুবা সৎ কথা শ্রবণ ক'রলাম ও বাড়ী গিয়ে ভুলে গেলাম, তাতে কোন কাজ হবে না।

সাধু সজ্জন কতজন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু বাহির ভুবনে তাঁর স্পর্শ না পেয়ে হতাশ হয়ে যান। তিনি ত' বাহিরের জিনিষ নন। এই বাইরের মনটিকে কচ্ছপ যেমন নিজের হাত পা গুটিয়ে ভিতরে করে নিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখে, তেমনি যদি আমরা বাহিরের মনটিকে অন্তর-মুখী করে রাখতে পারি তবে অন্তরে তিনি জাগ্রত হয়ে উঠবেন। ভিতরের চক্ষু সূর্য্যের চেয়েও উজ্জ্বল, সেই জ্ঞান চক্ষু আমরা মোহ মায়া ও অনিত্য সম্পদ দ্বারা আবরিত করে রেখে নিত্যই দুঃখ শোকে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি।

এই সংসার যেন পান্থশালা। নানা যাত্রী এক সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা মিলিত হচ্ছি। আমাদের মধ্যে হয় ত' অনেকের সঙ্গে প্রীতি ভালবাসাও হয়েছে, কিন্তু যে যখন তার গন্তব্য পথে গেল, সকলেই সকলকে ভুলে গেল। ঠিক এইরূপ আমাদের জীবন। কত জন্ম আমরা জন্মেছি মরেছি কত ঘরে এসেছি গিয়েছি। কতজন আমাদের আত্মীয়স্বজন আপনার জন পিতা মাতা পুত্ররূপে এসেছে গেছে তার ঠিকানা নেই। আজও আছে যা নিয়ে সেই পরম আপনজন ভগবানকে আমরা ভুলে আছি—তাও থাকবে না।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৬০ সাল } স্থান—রোলাণ্ড রোড { সময়
আষাঢ় মাস } শ্রীমতী সরোজ গুহের বাড়ী { বৈকাল ৪টা

প্রশ্ন

জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—

"শ্রীভগবান সত্য ও মঙ্গল তা ভুলে আমরা বাহিরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই কেন?"

উত্তর

শ্রীশ্রীমহারাজজী বলিলেন—

সৌন্দর্য্যের উপর আমাদের আকর্ষণ, এটি আমাদের চিরন্তন স্বভাব। কারণ সেই চির সুন্দর ভগবান হতে আমরা নিষ্কৃত ও সেই চির সুন্দরের অভিমুখেই আমরা চলেছি। অন্তরে তাঁরই রূপের লালসা আমাদের আকর্ষণ করছে। কিন্তু আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ সেটি বুঝতে না পেরে প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের শোভা দেখে ভাবছি এই বুঝি পরম সুন্দর। কিন্তু মরীচিকা যেমন মানুষকে হতাশই করে, সেইরূপ নিরাশই হই।

একটি ছোট শিশু তারও সৌন্দর্য্য বোধ থাকে। তার সামনে একটি সুন্দর প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল ধরো, সে হাত বাড়িয়ে সেটি ধরতে যাবে। আর একটি কালো বিশ্রী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখোস ধরো। সে দেখে ভয়ে আঁতকে চোখ বন্ধ করবে। তাই বল্‌ছি সৌন্দর্য্যের উপর আমাদের সহজ আকর্ষণ।

সেই পরম সুন্দর নয়নমোহন ভগবানকে দর্শন করতে না পারা পর্য্যন্ত বিশ্ব প্রকৃতির কোন সৌন্দর্য্যই আমাদের চরম তৃপ্তি দান করতে পারছে না। তাই এই নিত্য অতৃপ্ত কামনা আমাদের আরও তৃপ্তির কামনার পিছে দৌড় করাচ্ছে। আমরা যত সুখ পাই তবু আশা মেটে না। যখন কিছুতেই মন তৃপ্ত হয় না তখন আমরা তাঁর দিকে তাঁর সৌন্দর্য্যের দিকে মুখ ফেরাই। তখন তাঁর অপরূপ রূপ অনুভব করে ভাবি, "এমন নয়ন মন তৃপ্তকরকে ছেড়ে কেন ঘুরছিলাম?"

কবি প্রেমিক ভাবুকগণ এই বিশ্ব সৌন্দর্য্যের মধ্যেই বিশ্ব সুন্দর ভগবানের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য উপলব্ধি করেন। তাই তাঁদের আর বাহিরের অধ্যাস থাকে না।

এই ভাব থেকে কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"আলোয় আলোকময় করে হে
এলে আলোর আলো,
আমার নয়ন হ'তে আঁধার
মিলালো মিলালো।"

তাঁর নয়ন হ'তে তখন সব তম দূর হ'য়ে সেই বিশ্ব স্রষ্টার সত্ত্বময় আলো জ্বলে উঠছে, তিনি তখন সবেতেই তাঁর আলোর সত্ত্বা অনুভব করে বলছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তোমার আলো গাছের পাতায়
নাচিয়ে তোলে প্রাণ—
তোমার আলো পাখীর বাসায়
জাগিয়ে তোলে গান।"

তিনি সবের মধ্যেই তাঁরই আলো, তাঁরই রূপ মাধুরী অনুভব করে বলছেন—

"তোমার আলো ভালোবেসে
পড়েছে মোর মুখে এসে
হৃদয়ে মোর নির্ম্মল হাত
বুলালো বুলালো।"

সাধারণ দৃষ্টিতে যে প্রকৃতির কোন মূল্য নেই, কবির দৃষ্টিতে সেই প্রকৃতির সবের মধ্যেই শ্রীভগবানেরই রূপ মাধুর্য্য দৃষ্টি হচ্ছে।

ভালবাসার উপর আমাদের এই যে সহজ আকর্ষণ, সেই প্রেমময় ভগবানের টানেই এর উৎপত্তি! আমরা যে তাঁরই ভালবাসা পাচ্ছি এবং তাঁকে ভালবাসতে চাইছি, তা তো আমরা বুঝতে পারিনা। যে দিন বুঝাতে পারবো সেদিন আর কোন মায়ার ভালবাসা কোন মায়াই আমাদের বাঁধতে পারবে না।

এই বিশ্ব প্রকৃতির বুকে তাঁরই প্রেম আমরা কুড়িয়ে নিচ্ছি। কিন্তু কবি যাঁরা সাধক যাঁরা, ভাবুক প্রেমিক যাঁরা তাঁরা তা অনুভব ক'রে তন্ময় হ'য়ে যাচ্ছেন।

রবিঠাকুর বলেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আকাশে তুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে ?
সে সুধা ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে।"
গাছেরা ভরে নিলো সবুজ পাতায়,
ধরণী ধরে নিলো আপন মাথায়।

এই যে গাছ ছায়া দান করছে কার প্রেমে ? এই যে পৃথিবী আমাদের ধারণ করে রয়েছেন আমরা কত অন্যায় কত পাপ করছি তবু কই তিনি ত' দ্বিধা হয়ে আমাদের গ্রাস করছেন না ? এই সর্ব্বংসহা প্রেম যে তাঁরই দান।

"ছেলেরা কুড়িয়ে পেলো মায়ের বুকে
মায়েরা দেখে নিল' ছেলের মুখে।"

আমাদের জন্মের আগেই তিনি মায়ের বুকে তাঁর প্রেম সুধাকারে দিয়ে রেখেছেন। সেই প্রেমধারা স্নেহরূপে সন্তানের মুখে ফুটে উঠে। জননীর নয়ন-মন ভুলিয়ে তিনিই সন্তান প্রতিপালন করিয়ে নিচ্ছেন। মাঝখান থেকে আমরা সবটাই নিজের উপর আরোপ ক'রে দৃষ্টিকে আবরিত করে রেখেছি। তাই আনন্দের বদলে অশান্তিই ভোগ করছি।

তিনি শান্তিময়, আমাদের অতি সন্নিকটে অন্তরেই রয়েছেন। আমরা যে তাঁর পানে ফিরে চাই না।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৬০। সাল } আষাঢ় মাস } স্থান—রোলাণ্ড রোড শ্রীমতী সরোজ গুহের বাড়ী { সময় বৈকাল ৫টা

প্রশ্ন

শ্রীসুদাম চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করিলেন—

"ভগবানকে যারা চায়, তাদের যদি রাগ দ্বেষ থাকে তবে তারা তাঁকে পাবে কি না ?"

উত্তর

উত্তরে শ্রীশ্রীমহারাজজী বলিলেন—

এ ত' আগেই বলেছি। অনুরাগই পরম বস্তু। ঈশ্বরে অনুরাগ এলে আর রাগ দ্বেষাদি কোন রিপুই থাকে না। তখন রজঃ তমঃ উর্দ্ধগামী হয়ে যায়।

অর্থাৎ কাম তখন কৃষ্ণ কামনায় এবং রাগ তখন বিরাগরূপে বিষয়ে গিয়ে পড়ে।

ভগবান আমাদের সৃষ্টি করে নীচে ফেলে দিয়েছেন। আমরা রজঃ তমঃ দ্বারা নীচু দিকে ছুটে চলেছি। যখন আমরা সত্ত্বভূমিতে পা দেব তখন আমাদের গতি উর্দ্ধদিকে ধাবিত হবে। আমরা তাঁর চরণের জন্য ব্যাকুল হব'। যেমন আদিম মানব যখন সৃষ্টি হয়েছিল তারা পাপ কি জিনিষ তা জানতো না। ক্রমশঃ ক্রমশঃ নানা জঞ্জাল এসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের স্বভাবকে বিকৃত করে দিয়ে পাপের পথে টেনে নিয়ে গেছে। আবার আমাদের সেই আদিম অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। তবে আমরা তাঁকে পাবো।

যেমন গঙ্গা হিমালয় হতে নিঃসৃত হয়ে নিম্নগামিনী হয়ে, কত যেমন তেমন পথ দিয়ে কত বাধা বিঘ্ন এড়িয়ে কত ময়লা কত জঞ্জাল বুকে নিয়ে ছুটে গিয়ে সাগরে মিশে। আবার সাগর হ'তে বাষ্পরূপে আকর্ষিত হয়ে হিমালয়ে বরফ আকার ধারণ করে পুনরায় বারিরূপে প্রবাহিতা হচ্ছে। এইরূপ আমাদের জীবন ধারা। ভগবান সৃষ্টি করে ছেড়ে দিয়েছেন। চিত্ত আমাদের তাঁকেই চাইছে। সেই প্রেম ঘন আনন্দময় প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানের জন্যই আমাদের চিত্ত লালায়িত। কিন্তু, আমরা বুঝতে না পেরে আপাতঃ মধুর সহজলভ্য বস্তুকেই চরম সুখ বলেই মনে করে পরম দুঃখকে বরণ করে নিই। তারপর যখন কিছুতেই সুখ পাই না, তখন আঘাত পেয়ে পেয়ে তাঁর পানে মুখ ফেরাই। একবার তাঁর পানে ফিরলে আর তখন ভাবনা থাকে না। সত্ত্বভূমিতে পদার্পণ করলেই তিনি বরণের মালা পরিয়ে আপন করে নেন, যেমন বর তার বধুকে বরণ করে ঘরে তোলে। কিন্তু তিনি যেমন নিত্য শুদ্ধময় সেইরূপ আমাকেও তাঁরই মত শুদ্ধ হতে হবে। তবে তাঁকে পাওয়া যাবে। ঠিক ঠিক তাঁর মত শুদ্ধতা যতক্ষণ না প্রাপ্ত হচ্ছি ততক্ষণ তিনি গ্রহণ করেন না। তবে যখন অনুরাগে তন্ময়তা এসে যায়, আত্মহারা ভাব আসে, বাহিরের অধ্যাস আর থাকে না, তখন বুঝতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে তিনি এসে হাত ধরেছেন। একবার ধরলে আর তিনি ছাড়েন না।

এই জীব যখন বহির্মুখী চিত্ত নিয়ে মায়া মোহে জড়িত থাকে তখন জীব। যখন অন্তর্মুখী চিত্ত নিয়ে কৃষ্ণপ্রেমে ভগবদ্‌প্রেমে ডুবে যায় তখন শিব।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥"

[গীতা ২য় অঃ ৫৬ শ্লোঃ]

দুঃখে যে উদ্বিগ্ন হয় না, সুখের যে ইচ্ছা রাখে না, যে রাগ অনুরাগ ও ক্রোধরহিত তাকে স্থির বুদ্ধি বলে। মন অন্তর্মুখী হলে দেহের সুখ দুঃখ সাধক আর অনুভব করে না। দেহ হতে মনটা তখন পৃথক হয়ে যায়।

দেখ' না তিতিক্ষাশীল যারা তারা গরমে, রৌদ্রে, শীতে ঠাণ্ডায় তপস্যা করে। দেহের কষ্ট তাদের অনুভবই হয় না। কারণ মন দেহে সংলগ্ন থাকে না।

তাই বলছি—ভগবানে অনুরাগ এলে রাগ দ্বেষ কাম সবই আপনা হ'তে চলে যায়। অনুরাগ না এলে তাঁকে পাওয়া যায় না।

ভরত রাজা অতবড় তপস্বী হয়েও কেন মৃগ শিশুতে মায়ায় বদ্ধ হলেন? (মহারাজজী নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলেন।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর অন্তরে তপস্যার অহঙ্কার ছিল। অহঙ্কার এমন একটি জিনিষ যা তাঁর সাধনাকে নিষ্ফল করে দিয়েছিল।

নিরভিমান না হ'লে তাঁকে পাওয়া যায় না।

যাই ভেবেছ "আমি তাঁকে বেঁধেছি" অমনি তিনি দূরে সরে গিয়ে দেখালেন "আমায় বাঁধা যায় না।"

সেই জন্য অভিমান অহঙ্কারশূন্য হয়ে তাঁর কাছে যেতে হয়।

মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করলেন পার্ব্বতী।

তিনি ধ্যান ভেঙ্গে প্রথমে মদন ভস্ম করলেন ক্রোধ দ্বারা। তাঁর ক্রোধে তাঁকে ঊর্দ্ধে নিয়ে গেল।

মদন ভস্ম করে তবে তিনি পার্ব্বতীকে অঙ্কে স্থান দিলেন। পার্ব্বতী শক্তি। তাঁকে না নিলে সৃষ্টি কার্য্য হয় না। তাই মদন ভস্ম করে নিজেকে সংযত করে নিয়ে তবে প্রকৃতিকে গ্রহণ করলেন।

সংযমতার অভাবই পুরুষকে প্রকৃতিতে ডুবিয়ে দেয়। সাধারণ জীব তাই প্রকৃতির মাঝে নিজেদের হারিয়ে ফেলে দেয়।

কিন্তু ভগবান প্রকৃতিকে নিজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখেন। তিনি নিজে প্রকৃতিতে হারান না।

তাই আত্ম শাসন করে সংযত হয়ে প্রকৃতির সঙ্গ করলে আর ভয় থাকে না। ঈশ্বরে গভীর অনুরাগ এলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিমান, অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ সবই দূর হয়ে যায়। তখন রজঃ তমঃ ঊর্দ্ধদিকে যেতে সাহায্য করে। কাম তখন ভগবদ্ কামনায়। সম্পদ তাঁরই কাজে লাগে। তিনিই সবের মালিক অনুভব করে, অভিমান অহঙ্কারও লয় হয়ে যায়।

দুর্ব্বাসা, অষ্টবক্র মুনি এঁদের ক্রোধ ছিল। কিন্তু সে ক্রোধ সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত ছিল।

তাঁরা অন্যায় সংশোধন করার কাজে ক্রোধকে ব্যবহার করতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৬০ সাল } স্থান—রোলাণ্ড রোড { সময়
আষাঢ় মাস } শ্রীমতী সরোজ গুহের বাড়ী { বৈকাল ৪টা

প্রশ্ন

জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—

"আচ্ছা বলুন ত কি উপায়ে আমাদের চঞ্চল মন ভগবানের ভাবে ভাবিত হয়?—যতক্ষণ আপনার কাছে থাকি ততক্ষণ প্রাণ যেন তাঁকেই চায়। কিন্তু বাড়ী গেলেই আবার ভূতের কাণ্ড আরম্ভ করে?"

উত্তর

একটু মৃদু মধুর হাসিয়া মহারাজজী বলিলেন—

এই জন্য নিত্য সঙ্গ দরকার। নিত্য সঙ্গ করতে হবে। আমরা অনন্তকাল ধরে মায়া মোহের দাস হয়ে রয়েছি, তা কি একদিনেই মুক্তি হবে? দীক্ষা নিয়ে একবার ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ করলেই যদি ভাবি চিত্ত স্থির হোক্, তা কি হয়? সাধনার দরকার। ঐকান্তিক ইচ্ছার দরকার। ব্যাকুল প্রাণে চেষ্টা করতে করতে তবে মন সংযোগ হবে। যেমন দীর্ঘদিন একটি লোহার জিনিষ প'ড়ে থেকে থেকে মরচে ধরে গেছে। সেটি হাত দিয়ে মুছে দিলে কি পরিষ্কার হয়ে যাবে? অনেকক্ষণ ধরে ঘষলে তবে পরিষ্কার হবে। এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের আগ্রহ নিয়ে চেষ্টা করতে করতে কত জন্ম পরে তবে একটি জন্ম আসে যে জন্মে তাঁকে পাওয়া যায়। কম করেও একটি ঋষি আসতে একশ' জন্ম লেগে যায়।

গীতায় ভগবান বলেছেন—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কোন্ ভাগ্যবান আত্মজ্ঞানের জন্য যত্ন করেন? এরূপ যত্নশীল বহু সহস্রের মধ্যে কোন্ ভাগ্যবান আমায় পরমাত্মারূপে জ্ঞাত হন?

প্রশ্ন

জনৈক মহিলা প্রশ্ন করিলেন—

"জপের সময় মন সংসারের চিন্তায় কেন যায়?"

উত্তর

মহারাজজী বলিলেন—

সংস্কারের জন্য। যেমন লোহায় যদি সামান্য মরচে ধরে, সামান্য ঘষলেই উঠে পরিষ্কার হয়ে যায়। আর দীর্ঘ দিনের কঠিন মরচে অনেক না ঘষলে পরিষ্কার হয় না, তাই জন্ম জন্মান্তরের সংসারী চিত্ত, তাকে অভ্যাস (সাধন) দ্বারা মার্জ্জনা করতে হবে, তবে জপে মন সংযোগ হবে। চিত্ত চঞ্চল হলেই বুঝবে ঈশ্বর অনুরাগ ঠিক ঠিক হয় নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৬০ সাল আষাঢ় মাস	স্থান—রোলাণ্ড রোড শ্রীমতী সরোজ গুহের বাড়ী	সময় বৈকাল ৪টা

প্রশ্ন

আজকের সদ্‌সঙ্গে পৌঁছাতে আমার দেরী হয়ে গিয়েছিল। কাজেই কে কি প্রশ্ন করেছিলেন তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু মহারাজজী তাঁর মুখ ভরা মিষ্ট হাসি নিয়ে হাত নেড়ে কথা বলে যাচ্ছেন দেখলাম। তাঁর বাণীর একটি বিশেষত্ব এই যে, সামান্য একটি প্রশ্ন হতে তিনি বহু কথার অবতারণা করে বাণী সুধায় মন ভরিয়ে দেন। শেষ পর্য্যন্ত প্রশ্নের রেখা টেনে এনে সমাপ্ত করেন। তবে বাণীর ভাবটি দেখে বুঝলাম—

"স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ নিয়েই এই প্রশ্ন উত্তর।"

উত্তর

মহারাজজী বলে চলেছেন—

আকাশ ত' শূন্য। অরূপ আকাশের কোন রূপই আমরা দেখি না। অথচ এই বিশ্ব ঐ আকাশ হ'তেই সৃষ্ট হয়েছে। শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, রূপ রস এই সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্রের ঘনীভূত রূপ এই স্থূল পৃথিবী।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই আকাশের মধ্যেই তাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞানের যা কিছু সব কুড়িয়ে নিচ্ছে। যা সূক্ষ্ম যা দৃষ্ট নয় তারই ঘনীভূত রূপটি আমরা স্থূলে দেখতে পাই।

যেমন চিত্রকরের মনে চিত্রের কল্পনা সূক্ষ্মাকারে ছিল। সেটি রং তুলি জল বা তেলের সাহায্যে স্থূলাকার দিয়ে দৃষ্ট করে তুলে থাকে।

সেইরূপ এই বিশ্বও একদিন সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্ম রূপে ছিল। ক্ষিতি, তেজ, অপ, বায়ু, ব্যোম এই পাঁচটি কারণ দ্বারা একে আজ আমরা মাটির পৃথিবী দেখছি।

এই দেহের মধ্যেও আমাদের সূক্ষ্ম দেহ আছে। তার স্থূল রূপ এই রক্ত মাংসের কারণযুক্ত দেহ। এই দেহ ধারণ করতে কি আমাদের কম ইচ্ছা ব্যয় করতে হয়েছে? যখন প্রথম প্রাণী সৃষ্ট হলো তার কি কোন আকার ছিল?

ইচ্ছাশক্তি দ্বারা যে কত জন্ম গাছ পাহাড় হয়েছিল। ক্রমাগত সেই জড় দেহ হোতে মুক্ত হওয়ার জন্য আর্ত্তনাদ করে করে প্রথম প্রাণী হ'ল কেঁচো হ'য়ে। এই ভাবে কত হাজার হাজার রূপ ধারণ ক'রে আমরা সন্তুষ্ট হইনি। এই মনুষ্য দেহ পাওয়ার জন্য কামনা করেছি। এই মনুষ্য দেহ দেহের চরম অবস্থা। এতে ভগবান পূর্ণরূপে জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ করেছেন। সৃষ্টি করে তিনি কিছুতেই সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি। শেষে মনুকে সৃষ্টি করে তিনি আনন্দ পেলেন। ঠিক আপন স্বরূপের বিকাশ তাঁতে দেখলেন।

বিরাট দেহ একটি হাতীকে আমরা পূজা করি না কিন্তু ক্ষীণ দেহ একটি মানুষকে আমরা পূজা করি। মানুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজা করি না, করি তাতে বিকশিত জ্ঞানের। এই জ্ঞানের সঙ্গেই আমাদের নিবিড় সম্বন্ধ। এই জ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞানময় শ্রীভগবানকে জ্ঞাত হওয়ার জন্যই আমরা এসেছি।

কিন্তু আমরা আমাদের জ্ঞান বৃত্তিটিকে দাবিয়ে রেখেছি, যেমন প্রীং। তার স্বভাবই হ'ল লাফিয়ে ওঠা। তাকে দাবাতে গেলে ভারকে চাপিয়ে দাবিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু ভার সরিয়ে নিলেই সে আপন স্বরূপে লাফিয়ে উঠবেই।

তেমনি আমরা আমাদের জ্ঞানকে মায়া মোহ অজ্ঞান স্বরূপ রজঃ তমঃ দিয়ে দাবিয়ে রেখেছি। সেগুলি সরিয়ে নিলেই সে আপন স্বরূপে সত্ত্বাকার ধারণ করবে। সত্ত্বের চরম রূপই হলো ভগবান।

মনের মধ্যে যদি সাধু হওয়ার সঙ্কল্প থাকে, তবে যতই আবিলতার মধ্যে আমরা থাকি না কেন সেই ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ আমাদের সাধুতার দিকে নিয়ে যাবেই।

মনের ঊর্দ্ধগতি দাবালে দাবানো যায় না। মন সর্ব্বদাই সত্ত্বময় ভগবানের দিকে ছুটতে চাইছে। তাই তার কিছুতেই তৃপ্তি নেই। ধন, জন, সুখ ঐশ্বর্য্য কিছুতেই আমরা সুখী হতে পারি না কারণ আমরা সেই সত্ত্ব ভূমিতে যাওয়ার জন্যই কামনা করে এসেছি। তাই যা সামনে আসছে তাতে সুখী হতে চাইছি কিন্তু সুখ পাচ্ছি না।

এই শক্তিই আমাদের নিয়ে চলেছে ঊর্দ্ধমুখে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৬০ সাল } স্থান—রোলাণ্ড রোড { সময়
আষাঢ় মাস } শ্রীমতী সরোজ গুহের বাড়ি { বৈকাল ৪টা

প্রশ্ন

জনৈক বয়স্ক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মহারাজ! শ্বাসে শ্বাসে জপ কোন গণনার নিয়মে করতে হয় কী?"

উত্তর

শ্রীশ্রীমহারাজজী উত্তর দিলেন—

না, স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে নাম সর্ব্বদা করা যাবে।

প্রশ্ন

সেই ভদ্রলোক পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—

"মালায় শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়মে জপ করতে হয় কী?"

উত্তর

শ্রীশ্রীমহারাজজী বলিলেন—

"না, মালায় সংখ্যা মত জপ করতে হয়। ওতে শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ম রক্ষা করতে হয় না।

প্রাণায়ামের একটা সঙ্কল্প আছে। নিয়ম অনুযায়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে হয়। সাধারণতঃ ও সব দরকার হয় না। শ্বাসে শ্বাসে জপ করে গেলেই হয়। মনটি তাঁর ধ্যানে লাগিয়ে রাখতে হয়।

প্রশ্ন

ভদ্রলোক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মন কি ?"

উত্তর

মহারাজজী বলিলেন—

"মন ইন্দ্রিয়। যেমন চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি বহিরিন্দ্রিয়, তেমনি মন অন্তরিন্দ্রিয়। মনকে উভয় ইন্দ্রিয়ও বলা হয়, যে বাহিরে ও ভিতরে উভয়স্থলেই কাজ করে। মন বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়। বুদ্ধি অহঙ্কার দ্বারা চালিত হয়।

বাহিরের চক্ষু ইত্যাদি এবং বুদ্ধি এরা বাহিরের অনুভূতিকে মনে পৌঁছে দেয়। মন পৌঁছে দেয় অহং এ, তবে সেটি আত্মায় অনুভূত হয়।

প্রশ্ন

সেই ভদ্রলোক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আত্মা কি তা হোলে নিষ্ক্রিয় ?"

উত্তর

শ্রীমন্ মহারাজজী উত্তরে বলিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিশ্চয়ই! আত্মা নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার! প্রকৃতিই সব কাজ করছে। বুদ্ধি যে ভাবে ভাবিত, আত্মা সেইভাবে ভাবিত হচ্ছেন। যেমন একটি স্ফটিকের সামনে একটি লাল ফুল রাখলে তার লাল রংটি স্বচ্ছ স্ফটিকে প্রতিফলিত হয়ে মনে হয় স্ফটিকটির অন্তর বাহিরে লাল। সেই লাল রংটি স্ফটিকে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে গেছে। কিন্তু ফুলটি সরিয়ে নিলে যে স্ফটিক সেই স্বচ্ছ স্ফটিক। অথবা ফুলটির লাল রংটি যদি নষ্ট করে দেওয়া হয় তবে আর লাল আভা স্ফটিকে ছায়াপাত করতে পারবে না।

সেইরূপ আমাদের বুদ্ধি আমরা যেরূপভাবে মার্জ্জিত করতে পারব আত্মাতে সেই স্বচ্ছতা লাভ করবে। বুদ্ধি মায়ার মোহে জড়িত বলেই মনে হয়। আত্মা সুখ দুঃখ বহন করছে।

গীতায় তিনি বলেছেন—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"

[গীতা : ২য় অঃ ২৩ শ্লোঃ]

এই আত্মা এমন যে ইহা অস্ত্রে ছিন্ন হয় না অগ্নিতে দাহ্য হয় না, জলে সিক্ত হয় না, বাতাসে শুষ্ক হয় না।

ইহা কাহাকেও হত করে না, হত হয়ও না। মনই সব। এর প্রমাণ আমরা পাই—মন যদি অন্তদিকে থাকে তবে দৃষ্ট পদার্থও আমরা দেখেও দেখতে পাইনা, শুনেও শুনতে পাই না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আন্‌মনা হয়ে বসে আছি কেউ সামনে এল' কথা বল্লে কিন্তু মন সংযোগ না থাকাতে বুদ্ধির কাছে তা পৌঁছলো না, কাজেই আত্মায় অনুভূত হ'ল না।

এই মন আনন্দদায়ক কোন বস্তুতে ডুবিয়ে দিতে পারলেই অধ্যাসও থাকে না।

বিশ্ব চরাচরে নিখিল জীব সবাই আনন্দের সন্ধানে দৌড়চ্ছে। এই জন্য মানুষ যতই সুখ ঐশ্বর্য্যে থাকুক তার চিত্ত ভরে না। রাজ্য ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও তৃপ্তি নেই। যতক্ষণ না সেই আনন্দ ঘন শ্রীভগবানের স্পর্শ পায় ততক্ষণ তার তৃপ্তি নেই।

যে আনন্দ হতে জীব নিঃসৃত সেই আনন্দে না মেশা পর্য্যন্ত তার তৃপ্তি নেই। তাই জীব সবেতেই অতৃপ্তি নিয়ে চলেছে। এই জন্য মহাজনরা স্বেচ্ছায় সব ঐহিকের সুখ ত্যাগ করে তিতিক্ষাশীল দুঃখময় জীবন বরণ করে নেন।

বাইরের সুখ ক্রমশই সুখ কামনাকে বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু অন্তরের সুখ এমনি এক তৃপ্তিকর যে বাহিরের শত দুঃখ আর দুঃখ বলে মনে হয় না।

ভগবদ্‌কামীর মনে এই যে অপার আনন্দ অনুভূতি তখন তাকে আরও গভীর হতে গভীরতম দেশে নিয়ে চলে। মনে মনে সে ঠিক একটা এমন নিশ্চয়তা অনুভব করে যে কারু কোন কথায় বা দুঃখে কষ্টে ভোলে না। আত্ম বিশ্বাসে তন্ময় হ'য়ে পূর্ণানন্দের আশায় চলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন

সেই ভদ্র লোক তৎক্ষণাৎ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—

"তা হোলে এই আনন্দের জন্য আমাদের সাধনা করা দরকার ত' ? আহারাদির পরিবর্ত্তন করা কি দরকার ?"

উত্তর

শ্রীশ্রীমহারাজজী বলিতে লাগিলেন—

নিশ্চয়ই ! আহারই আমাদের শরীর গঠন করে। রক্তের সঞ্চার করে। সেই শুদ্ধ সত্ত্বময় শ্রীভগবানের স্পর্শ পেতে গেলে তাঁর মতই শুদ্ধ সত্ত্বময় হতে হবে। আহারাদি দ্বারা দেহ শুদ্ধি, সৎ চিন্তা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি, সর্ব্বদা আত্ম চিন্তা দ্বারা আত্ম শুদ্ধি দরকার। আত্মানুশীলনতা ভিন্ন আত্ম শুদ্ধি হয় না। সর্ব্বদা সৎ অসৎ বিচার দ্বারা আত্মানুশীলন করতে হয়। মনের অগোচর পাপ নেই। এই মনের কাছে ফাঁকি দিলেই ফাঁক থেকে গেল আর কি !

জপ, পাঠ, ধ্যান, শ্রবণ, কীর্ত্তন দ্বারা চিত্ত তাঁতে লাগিয়ে রেখে দিতে হয়।

তারপর অনুরাগ এসে গেলে তখন আর সংসার আছে বলে আটকায় না। সব কাজের মাঝে প্রাণটি ঠাকুর ঘরেই পড়ে থাকে। যেমন যে সব ছেলেদের বল খেলার নেশা আছে চারটে বাজলো কি তাদের মন ছট্‌ফট্ করতে লাগলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজগোপীদের আর জপ পাঠ করে কৃষ্ণ চিন্তা করতে হ'ত না। তাদেদ অনুরাগই তাদের সব কাজের মধ্যে কৃষ্ণের কাছে প্রাণটিকে ধরে রাখতো। তাই তারা দুধ দোহন করছে, রান্না করছে, পতির সেবা করছে, সন্তানকে স্তন্য দান করছে কিন্তু চিত্তটি কৃষ্ণের চরণে পড়ে আছে।

এই কৃষ্ণানুরাগ জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার হ'তে আসে। প্রথম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে পথ চলা সুরু করতে হয়। পথের শেষে শ্রীভগবানের মন্দির। সেখানে পৌঁছতে হবে এ লক্ষ্য থাকা দরকার। তাই প্রতিদিন শত কাজের মধ্যেও তাঁর নাম জপ শ্রবণ মননের দরকার। যতটুকু অগ্রসর হওয়া যায় ততটুকুই লাভ। যেমন তীর্থ যাত্রী। তীর্থযাত্রী তার লোটাটি কম্বলটি নিয়ে চলেছে। পথের শ্রান্তিতে সে যদি থেমে যায় তবে সে গন্তব্য স্থানে কেমন করে পৌঁছবে? যদি ধীরে ধীরেও চলে তবুও খানিকটা এগিয়ে থাকবে। এইভাবে চলতে চলতে যদি মৃত্যু আসে তবে পরের জন্মে তারপর থেকে চলতে পারবে, পিছিয়ে গিয়ে পুনরায় সুরু করতে হবে না।

প্রহ্লাদ পাঁচ বছরে বয়সে ভগবানকে পেয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন "প্রভু কত যোগী ঋষি তোমায় ধ্যানে পাচ্ছেন না, আমি এমন কি সুকৃতি করেছিলাম যে এই বালক বয়সেই তোমার কৃপা পেয়ে ধন্য হ'লাম?"

তখন শ্রীভগবান তাঁকে দিব্যদৃষ্টি দান করে একটি কঙ্কালের পাহাড় দেখালেন। বল্লেন "এই যে কঙ্কালের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাহাড় দেখছ সব তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের দেহের অস্থি। এতকাল ধরে তুমি আমায় চেয়েছ, তাই আজ আমায় পেলে।"

তাই সংসারের সব কাজের মধ্যেই প্রেমময় শ্রীভগবান-কে স্মরণ করতে হবে। তাঁকে ডাকতে গেলেই যে সংসার স্ত্রী পুত্র ছাড়তে হবে তা নয়। তিনি যে সবার উপরে এ কথাটি জানতে হবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই বলা হয়েছে—

"শুক্ মুখ নিঃসৃত কৃষ্ণ কথা রূপ অমৃত রস রসিক ভাবুক ভক্তবৃন্দ মুহূর্মুহূ পান করে অমর হও।"

কৃষ্ণ কথা শুনতে শুনতে কৃষ্ণে অনুরাগ হয়। ভক্তি-লাভের জন্য আকাঙ্খা বা চেষ্টায় বৃদ্ধ যুবা নেই। পরীক্ষিতের জীবনে আমরা সে দৃষ্টান্ত পাই। পরীক্ষিত যখন দেখলেন মাত্র সাতটি দিন তাঁর পরমায়ু আছে তখন তিনি ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন। বল্লেন "আমি সারা জীবন কৃষ্ণ ভজনা করিনি, এখন মাত্র সাতদিন সময় আছে আমার কৃষ্ণ সাধনা হ'লো না।" তাতে শুকদেব বল্লেন, "সাতদিন সময় ত অনেক সময়। এই সাতদিন তুমি দিবা নিশি কৃষ্ণ কথা শ্রবণ কর। এই কৃষ্ণ কথা রূপ অমৃত সাতদিন অবিরাম পান করলেই তুমি অমর হবে।"

যেমন দীর্ঘকাল বদ্ধ অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে আলো জ্বালো তৎক্ষণাৎ দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভুত অন্ধকার রাশি নিমেষে দূরীভূত হয়ে যাবে। সেইরূপ যে মুহূর্ত্তেই তমোময় অন্তরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণ প্রেমের সত্ত্বময় আলো জ্বালাবে সেই মুহূর্ত্তেই অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত হবে।

মাউন্ট এভারেষ্টের সব জায়গায় মানুষ কি পৌঁছতে পেরেছে? যে জায়গায় মানুষ কোনদিন যায়নি সেই চিরদিনের অন্ধকারময় গিরিগুহায় মানুষ পদার্পন করুক একটি আলো হাতে নিয়ে। সেই মুহূর্ত্তে সেই চির অন্ধকার-ময়ী গিরিগুহা আলোকিত হয়ে যাবে। অন্ধকারের চিহ্ন মাত্র থাকবে না। তবে অনুরাগ দিয়ে। তাঁকে চাইতে হবে। অনুরাগ আনার জন্য সাধনা চাই। আমাদের অন্তরে তিনি সর্ব্বদাই রয়েছেন। আমরা সেখানে দৃষ্টি দিই না তাই দেখতে পাই না।

অত সাধনার পর ধ্রুব যখন তাঁকে অন্তরে দেখলেন তখন বল্লেন "প্রভু এত কাছে আমার হৃদয় মাঝে ছিলে আর আমি এত দুঃখ পেলাম?"

মায়া মোহে অন্তর আচ্ছন্ন করে রাখলে তাঁকে কি করে আমরা দেখব? অনুরাগী তার চিত্তে এমন একটি স্থির নিশ্চয় ভাব পায় যে সেই স্থিরতায় বিশ্বাস রেখে সে সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে চলে! প্রহ্লাদ অত দুঃখ পেয়েও কৃষ্ণ আছেন এ বিশ্বাস ছাড়েন নি। কাজেই সেই বিশ্বাসবলে স্তম্ভের মাঝে তাঁকে আসতে হয়েছিল। কবি ভাবুক প্রেমিক যাঁরা, তাঁরা বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে ঈশ্বরের মাধুরী, তাঁরই ঐশ্বর্য্য অনুভব করেন। ভগবান আমাদের অন্তরে প্রেমময়রূপে বিরাজ করেন। আমরা বাইরের দৃষ্টি সংবরণ করে যে দিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরে দৃষ্টিপাত করব সেদিন আর তিনি দূরে থাকবেন না। প্রথমে চাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ কীর্ত্তন করতে করতে অনুরাগ আসে। সঙ্গের গুণ একটা আছে। তাই সৎ প্রসঙ্গ করা দরকার।

* * * * *

আজকের সদ্‌সঙ্গ এইখানেই পরিসমাপ্ত হইল। প্রশ্নের উত্তরে মহারাজজী প্রসন্ন হাস্য উজ্জ্বল বদনে দীর্ঘ এক ঘণ্টার উপর সদ্‌সঙ্গ করিতেছিলেন।

তাঁর শ্রীমুখের বাণী এতই সুমধুর যে শুনিতে শুনিতে শ্রবণ মন কৃষ্ণ মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। বাড়ী ফিরিয়া যখন লিখিতে বসি নয়ন সমুখে শ্রীশ্রীমহারাজজীর উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রসন্ন দৃষ্ট দীপ্ত ভঙ্গিমাময় ছবিখানি মানস পটে ভাসিয়া উঠে এবং তাঁর প্রতিটি বাণী শ্রবণে প্রতিধ্বনিত হয়। দিনের সব কর্ম্মের মধ্যেই তাঁর কণ্ঠস্বর আমাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। যতক্ষণ না লিখিয়া সম্পূর্ণ করি ততক্ষণ যেন আমার নেশা কাটিতে চায় না।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৬০ সাল আষাঢ় মাস	স্থান—রোলাণ্ড রোড শ্রীমতী সরোজ গুহের বাড়ী	সময় বৈকাল ৪টা

প্রশ্ন

জনৈক ভদ্র মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—
"বাবা সৎ ইচ্ছা কেন সব সময় পূর্ণ হয় না।"

উত্তর

শ্রীমন্ মহারাজজী হাসিয়া বলিলেন—

অপূর্ণ জগতে সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। প্রতিকূলতা অনেক সময় হতে দেয় না বাধা দেয়। কোন একটি ইচ্ছা পূর্ণ করতে হলে তিনটি শক্তির প্রয়োজন। এক পূর্ব্বজন্মের সংস্কার থাকা চাই। দ্বিতীয় আত্যাস্তিক চেষ্টা থাকা চাই অপরটি ভগবদ্ কৃপা থাকা চাই। কাহারও হয়ত সংস্কার আছে চেষ্টা আছে তথাপি ভগবদ্‌কৃপা না পাওয়ায় অসৎ সঙ্গে পড়ে সে তার চেষ্টা ও সংস্কার হারিয়ে ফেল্লো। তিনটি যার একত্র হয় তার মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়।

প্রশ্ন

মহিলাটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—
"মন কেন স্থির হয় না বাবা ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর

উত্তরে মহারাজজী বল্লেন—

মনটি যেন আমাদের সরষের পুঁটলি। বিষয়েতে মনটি যদি ছড়িয়ে যায় তবে একটি একটি করে কুড়োতে বহু সময় লেগে যায়। এ জন্য পূর্ব্বেই সতর্ক থাকতে হবে যাতে বিষয়েতে মন ছড়িয়ে না যায়।

প্রশ্ন

সেই মহিলাটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

তা হ'লে মনটি গুছিয়ে রেখে সাধনা করা খুবই কঠিন?

উত্তর

শ্রীমন্ মহারাজ স্মিত হাস্য মুখে বলিলেন—

নিরন্তর লেগে থাকো। সাধন পথে নিরাশ হবে না। যেমন এমন একটি বালির স্তূপ। সেই বালি তুলতে বহু সময় লাগবে। কিন্তু নিরন্তর লেগে থাকো, ছঘণ্টার মধ্যে তোমার কিছুটাও উঠবে ত?

যেমন মোটর গাড়ী এক ঘণ্টায় গন্তব্যস্থলে পোঁছায় গরুর গাড়ী তা পারে না। কিন্তু অতি প্রত্যুষে যদি ছাড়ে তবে অন্ততঃ সন্ধ্যাকালেও গিয়ে গন্তব্যস্থলে পোঁছবে। কদাপি নিরাশ হয়ে বসে পড়বে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন

সেই সময় জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—

"সমুদ্রের চেয়ে গম্ভীর কি ?"

উত্তর

মহারাজজী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—

সমুদ্র আবার গম্ভীর কোথায় ? সে তো সর্ব্বদাই চঞ্চল। তবে গভীর বটে।

আমাদের দুটি স্তর আছে একটি মন ও অপরটি আত্মা। সমুদ্রেরও দুটি স্তর আছে উপরটি চঞ্চল কিন্তু ভিতরটি গভীর অতলস্পর্শী, সেখানের বারি স্থির অচঞ্চল। তেমনি আমাদের উপরের মন চঞ্চল কিন্তু আত্মা গভীর ও অতলস্পর্শী, সে শুধু অনুভূতিশীল।

প্রশ্ন

সেই ভদ্রলোক তখন প্রশ্ন করিলেন—

"যাকে দেখতে পাই না, যাহা অনুভূতির তা কিরূপে বিশ্বাস করব ?"

উত্তর

মহারাজজী দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন—

অবিশ্বাসীর ঈশ্বর নাই। বিশ্বাস যদি না কর বিশ্বাস কেউ করিয়ে দিতে পারবে না। শাস্ত্র বাক্যে গুরুর বাক্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাস স্থাপনা করতে হবে। তাঁরা আত্ম দর্শন করে শাস্ত্র রচনা করেছেন।

* * *

ঐদিনে ঐখানেই সৎ প্রসঙ্গ শেষ হইল। শ্রীমদ্ মহারাজজী তাঁহার বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইলেন।

এ বৎসর প্রায় প্রতিদিনই বৈকালে রোলাণ্ড রোডে সৎ প্রসঙ্গ চলিতেছে এবং সকল নরনারী মুগ্ধ চিত্তে এই প্রসঙ্গ শুনিতেছেন। যতক্ষণ সৎ প্রসঙ্গ চলে, আমরা সকলে প্রাণ ভরিয়া সময়ের জ্ঞান হারাইয়া শ্রবণ করি এবং শেষ হইলেও যেন অতৃপ্ত থাকিয়া গেলাম মনে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৫৯ সাল শ্রাবণ মাস	স্থান—রোলাণ্ড রোড শ্রীমতী সরোজ গুহের বাড়ী	সময় বৈকাল ৪টা

প্রশ্ন

প্রশ্নকর্তা জনৈক যুবক। প্রশ্ন করিলেন—

"চিত্তে যদি সংশয় আসে তবে কি বুঝতে হবে নিষ্ঠার অভাবেই তা আসছে?"

উত্তর

শ্রীশ্রীমহারাজজী স্মিত হাস্যে বলিলেন—

"সে তো বটেই; সংশয় যতক্ষণ রয়েছে নিষ্ঠার অভাব ততক্ষণ আছেই, এই জন্যই শাস্ত্রপাঠ প্রয়োজন। সংশয় অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে শাস্ত্রপাঠ করলেই নিষ্ঠা দৃঢ় হবে, যেমন অন্ধকারে একটি শুখ্‌নো গাছ আছে, দূর থেকে মনে হচ্ছে একটি মানুষ রয়েছে, চোর মনে করে সন্দেহ জাগলো, ভয় এ'ল, সেটি জানবার জন্য তাড়াতাড়ি আলো আনা হোল, আলো এনে দেখা গেল সেটি মানুষ নয় শুখনো গাছ। মনের ভুলেই মানুষ বলে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু যতক্ষণ তুমি আলোটি না এনেছিলে ততক্ষণ ঐ ভুলটি, ঐ মিথ্যাটি, তোমার কাছে সত্য বলে বোধ হচ্ছিল, কিন্তু সংশয় থাকার জন্য আলো এনে সংশয় দূর করা হোল। সংশয় মানে সত্য ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিথ্যার মাঝে চিত্তের বিক্ষোভ; একবার সত্যকে মিথ্যা ভ্রম হচ্ছে, একবার মিথ্যাকে সত্য ভ্রম হচ্ছে; অর্থাৎ সত্য-বস্তুর উপলব্ধি অল্পও আছে, তাই এ সংশয়। যেমন অন্ধকারের মাঝে আলোর আভাস ছিল তাই শুখ্‌নো গাছটিকে চোর বলে ভ্রম হয়েছিল, নইলে গাঢ় অন্ধকারে ত' একেবারেই কিছু দেখা যেতো না। এটি হল রজঃ তমঃ। তমঃ আমাদের সব বুদ্ধি বৃত্তিকে পশুর মত করে রাখে। রজঃ কিন্তু সত্ত্বের পথে যেতে সাহায্য করে। এই জন্য শাস্ত্র পাঠ আবশ্যক। যাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস নেই, ভগবানে বিশ্বাস নেই, তাদের চিত্ত ত' অবিশ্বাস ও অন্ধকারে ডুবে আছে, অর্থাৎ তমে আচ্ছন্ন। কিন্তু যাদের রজঃ-তমঃ মিশ্রিত চিত্ত অর্থাৎ যাদের মন বলছে, এটাও সত্য ওটাও সত্য, এই সং-শয়ীদের শাস্ত্র পাঠ, সাধু সঙ্গ, এ সব দ্বারা মনের অজ্ঞানতা দূর করা উচিত। শাস্ত্র পাঠ বিষয়েও রজঃ, তমঃ, মিশ্রিত ও সত্ত্ব, রজঃ মিশ্রিত ভাব আছে। শাস্ত্র পাঠ করার এ উদ্দেশ্য নয় যে, শুধু জানান, 'আমি কী পণ্ডিত!' শাস্ত্র পাঠকরার উদ্দেশ্য জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করা, সত্য বস্তু প্রেমময় চিরনিত্য শাশ্বত ভগবানে অনুরাগ, ভক্তি, বিশ্বাস লাভ করা। অনুরাগ এসে গেলে শাস্ত্র পাঠ কর আর না কর দুই সমান, যেমন অন্ধকার ঘরে তুমি কোন জিনিষ আনতে গেলে একটি প্রদীপ হাতে করে, বস্তুটি নেওয়ার পর প্রদীপ নিভে গেলেও আর তোমার ক্ষতি কি? যে উদ্দেশ্যে প্রদীপ জ্বালা তা তো সফল হয়েছে। তাই শাস্ত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠ আমাদের পাণ্ডিত্যের জন্য নয়, তাঁকে জানবার জন্য। তিনি কত মধুর, তিনি কত সুখদায়ী. তিনি যে আমাদের আপনারও একান্ত প্রিয়তম তা জানবার জন্য! তিনি একমাত্র চির নিত্য, সত্য, শাশ্বত। সবই একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়, শুধু চির জাগ্রত থাকেন তিনি, এ বোধ একমাত্র শাস্ত্রই আমাদের দিতে পারে।

যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম করে আমরা ভয়ে সারা হয়ে যাই, সেইরূপ এই সংসারে মিথ্যা ও অনিত্য বস্তুকে আমরা আপাতমধুর ও সুখদায়ী দেখে, সত্য বলে মনে করি। এই সংসার সত্যও বটে অসত্যও বটে। যখন আমরা রজ্জুকে সর্প জ্ঞান করলাম, তখন উহা আনাদের কাছে সত্য বলেই প্রতীয়মান হোল ; যদিও সেটি সর্প নয় রজ্জু তথাপি তজ্জনিত ভীতিও সত্য। আলো এনে দেখলাম, এতক্ষণ সাপ বলে যেটা ধারণা করে এত ভয় পেয়েছিলাম, সেটি সাপ নয়। আমাদের ভ্রান্তিই মিথ্যাকে সত্য বলে ধারণা করিয়েছিল।

অর্জ্জুন যখন বিষাদে অভিভূত হয়ে সংশয়াপন্ন হয়ে পড়লেন, যুদ্ধের সব আড়ম্বর করেও তাঁর মনে হোল হয়ত আত্মীয় বধ করা উচিত হবে না তখন তিনি কোনটি উচিত কোনটি অনুচিত বুঝতে না পেরে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হ'লেন।

অর্জ্জুন বল্লেন—

"যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

[গীতা ২য় অঃ ৭ম শ্লোঃ]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদিও আমি যুদ্ধের জন্য লালায়িত, তথাপি ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছে, আমি তোমার শিষ্য ও শরণাগত, আমায় শিক্ষা দাও।

সেই উভয় সৈন্যের মধ্যে বিষাদে সংশয়ীভূত অর্জ্জুনকে কাতর দেখে শ্রীকৃষ্ণ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥"

[গীতা ২য় অঃ ১১-১২শ শ্লোঃ]

তুমি পণ্ডিতের মত কথা বলছ কিন্তু যা শোকের বিষয় নয়, তার জন্য শোক ক'রছ। পণ্ডিতেরা কিন্তু মৃত বা জীবিতের জন্য শোক করেন না। আমি যে পূর্ব্বে কখনও ছিলাম না, তাহা নহে, তুমিও ছিলে না তাহাও নহে, যুদ্ধার্থে আগত এই ক্ষত্রিয় রাজারাও ছিলেন না তাও নহে, আবার আমরা যে থাকব না তাও নহে—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥"

[গীতা ২য় অঃ ১৩শ শ্লোঃ]

"দেহধারীর দেহে কৌমার যৌবন ও বার্দ্ধক্য থাকে। দেহান্তর দ্বারা এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, জ্ঞানী ব্যক্তি তাতে মোহগ্রস্ত হন না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের এই দেহ যখন বালক ছিল তখনও যে আমি ছিলাম, বালক দেহ পরিবর্ত্তন হ'লো, যৌবন এলো দেহের পরিবর্ত্তন হ'লো, কিন্তু আমি সেই রইলাম। বার্দ্ধক্য এসে দেহ একেবারে নষ্ট করে আমূল পরিবর্ত্তন করে দিলো, কিন্তু আমি বা আমার বোধ অপরিবর্ত্তিতই রইলো। এই যে অপরিবর্ত্তিত অবিনশ্বর চৈতন্যসত্ত্বা ইহাই নিত্য, সত্য, শাশ্বত আত্মা।

এই আত্মা সম্বন্ধে গীতায় বলেছেন—

"য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
আত্মা নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরানো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"

[২য় অঃ ১৯-২০ শ্লোঃ

"যিনি আত্মাকে হন্তা এবং যিনি ইহাকে হত মনে করেন তাঁরা এ রহস্য জানেন না যে, আত্মা জন্ম লাভ করেন না বা হতও হন না।

এই আত্মার জন্ম মৃত্যু বা বর্দ্ধন নাই। ইনি অজ, নিত্য শাশ্বত ও পরিণাম শূন্য।

এই আত্মস্বরূপটি জানবার জন্যই আমাদের সাধন ভজন, সাধুসঙ্গ, কৃচ্ছতা, সবই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণীই সর্ব্বশাস্ত্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সার। এগুলি শুধু প'ড়ে গে'লেই হয় না, এগুলি জীবনে অনুশীলন করাই কাজ। যারা ভক্ত, যারা নানা তিতিক্ষা, সংযমতা কৃচ্ছসাধনার দ্বারা নিজেদের গড়তে চান, তাঁরা কি লোক দেখানোর জন্য করেন? তা নয়। সতী স্ত্রী যেমন নানা অলঙ্কার, বসন ও ভূষণ দ্বারা নিজের দেহকে রমনীয় করে সে কি নিজেকে দেখাতে? না অপর কাউকে দেখাতে? সে সাজে তার স্বামীর নয়নরঞ্জন করতে। তেমনি সাধনা, ত্যাগ, সংযম, স্মরণ ও মনন দ্বারা, তাঁর বাক্যের অনুশীলন দ্বারা, তাঁকেই আকৃষ্ট করতে চায়। তাকে লোকে সাধু বা অসাধু, ভক্ত বা ভণ্ড বলে তাতে কিছুই যায় আসে না।

আমাদের শাস্ত্র, আমাদের ঋষিগণ, শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলেছেন। বাস্তবিক এমন ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, এমন সর্ব্বগুণের আকর অবতার আর হননি। শ্রীকৃষ্ণ নামেও রূপে, ভক্তহৃদয়ে অপরূপ মাধুর্য্যপূর্ণ রসের পরিবেশন করেন। আমরা অনুরাগ পূর্ণ হৃদয়ে তা গ্রহণ করলে ধন্য হয়ে যাব।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়এর একত্র সমাবেশ; তাঁর চরিত্র ও তাঁর বাণীর প্রতীক গীতা। গীতা সর্ব্ব শাস্ত্রসার। শাস্ত্রপাঠ দ্বারাই সংশয়ের নাশ হয় চিত্ত সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হয়, সত্ত্বভূমিতে পৌঁছাতে পারলে আর ভাবনা থাকে না। তখন অনুরাগ এসে যায়; সর্ব্ব বস্তুতেই তাঁরই ছবি ফুটে ওঠে।

রাসে কৃষ্ণ অন্তর্ধ্যান হ'লে, ব্রজবালারা গাছ, লতা, পাতাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "কৃষ্ণ কোথায় গেছে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামচন্দ্র সীতার বিরহে বনে বনে সীতার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে ফিরতে লাগলেন। কবির নয়নে, প্রেমিকের নয়নে, এই আকাশ, বাতাস, চরাচর সবই প্রাণময় হয়ে উঠে, আমাদের নয়নে এসব হয়ত লাগেনা। কিন্তু তাঁরা এই সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার স্পর্শ পান।

ভগবানের দুইটি রূপ, একটি যখন তিনি মানবের মাঝে তাঁর শক্তি নিয়ে নেমে আসেন, তখন তাঁর প্রকট রূপ, অপরটি অন্তর রাজ্যে তাঁহার শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। তাই ভক্তের অন্তর-বাহিরে তিনি পরিপূর্ণ। তবু তিনি অনন্ত, তাই তাঁকে পাওয়ার কামনাও ভক্তের অনন্ত। ভক্ত তাঁর আনন্দময় চৈতন্য সত্তার মধ্যে দিবা নিশি ডুবে থাকতে চায়।

মানুষের মনের ভাব যেমন তার মুখে, হাবে, ভাবে প্রকাশ পায়, যে ভক্ত তার মুখ দেখলে ও তার শান্ত ভাবছবি দেখলে যেমন বুঝি, কেউ চুরি করলেও তার মুখেও যেমন চোরের ছবি ফুটে ওঠে, তেমনি এই বিশ্ব চরাচরে ভগবানের ভাব ফুটে ওঠে; তাঁকে যে ভালবাসে, তাঁর চিন্তায় যে মগ্ন থাকে, সে তাঁর মুখচ্ছবি শুধু প্রাণীতে দেখতে পায় তা নয়, জড়-অজড় সবেতেই তাঁর প্রকাশ দেখতে পায়।

কৃষ্ণের নাম-রূপ সবই এই বিশ্বে আমাদের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দান করছে, তিনি নিজে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ, তিনি যখন এসেছিলেন, তখন সমস্ত জগৎ তাঁর মাধুরীতে মুগ্ধ হয়েছিল।

গীতাতে তিনি বলছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"

[১০মঅঃ ৪১-৪২শ পাঠ]

বিভূতিবিশিষ্ঠ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যপূর্ণ যা কিছু সবই তাঁরই প্রভাব, তাঁরই অংশ। তিনি বলছেন—

"আমি আমারই একাংশ দ্বারা, এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি, মদ্ব্যতীত আর কিছুই নাই।"

তাই বল্‌ছি আমরা যেদিন তাঁতে মুগ্ধ হব, সেদিন আর কোন্ সংশয়ই থাকবে না।

প্রশ্ন

এই সময় একটি তরুণী জিজ্ঞাসা করিল,—

"আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এর মানে কি?"

উত্তর

মহারাজজী উত্তর দিলেন—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভারতর্ষভ॥"

(গীতা ৭ম অঃ ১৬শ পাঠ)

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী, এরা সুকৃতির ফলেই ভগবানে ভক্তিমান হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোগগ্রস্ত যারা ভগবানের শরণ নেয়, সে আর্ত্ত। সেও ভালো, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ত তার আছে। ধন, ঐশ্বর্য্য যা কিছু চাওয়া যায়, তাঁর কাছে চাওয়া ভাল, কারণ, তবু তিনি আছেন এ বিশ্বাস ত আছে, তাই থেকেই প্রেম, ভক্তির বিকাশ হ'তে পারে। তবে যে তাঁকে চায়, তার আর অন্য কামনা নেই, ভাবনাও নেই। গল্পে আছে না!—এক রাজা দেশ ভ্রমণে যাচ্ছেন। রাণীদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার কি চাই?' তারা প্রত্যেকে এক একটি বড় বড় তালিকা করে নিয়ে এলো, কেবল একরাণী একটি কাগজে "এক" লিখে দিলো। রাজা ফিরে এসে, সব রাণীদের ডেকে, যার যা জিনিস তালিকা দেখে হিসেব করে দিয়ে দিলেন; সবাই খুব খুসী। কিন্তু সেই রাণীকে বল্লেন, "তুমি কি চেয়েছ? এতে দেখছি শুধু 'এক' লেখা!" রাণী হেসে বল্লে, 'এক' মানে 'তুমি'; তুমি ছাড়া অন্য বস্তুতে আমার কামনা নেই।" রাজা সেই রাণীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে, তার কাছে রইলেন। রাজা যখন রইলেন, তখন রাজ ঐশ্বর্য্যও রইল; তেমনি আর কি। ভগবানকে নিজস্ব করতে যে চায়, সে ভগবানও পায়, তাঁর নিখিলের ঐশ্বর্য্যও সে পায়।

রাধা প্রেম বলছে না?—

"তোমার গরবে গরবিণী আমি,
রূপসী তোমার রূপে—"

কৃষ্ণ প্রেম মাধুর্য্যই রাধাকে গরিয়সী করেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইখানে আজকের সদ্‌সঙ্গ সমাপ্ত হইল। কিন্তু অন্তর ভরিয়া তাঁর বাণী বাজিতে লাগিল। সেই প্রসন্ন হাসিভরা শ্রীমুখখানি, প্রসন্নোজ্জ্বল শান্ত দৃষ্টি ভরা নয়ন ভঙ্গিমা! হাত দুখানি তুলিয়া, নাড়িয়া অঙ্গুলি হেলাইয়া, বলিবার সুষ্ঠু মাধুর্য্যপূর্ণ ভঙ্গিমা পাষণ্ড হৃদয়কেও দ্রব করে, আকর্ষিত করে, অমৃতময় ত্যাগের পথে ভক্তির পথে। এমনি সরস মধুর গুরু না হ'লে কি ভ্রান্ত জীব আপাতমধুর সংসারে ভোগ ত্যাগ করিতে পারে? মহারাজজীকে একবার দেখিলে তাই তৃষিত, ক্ষুধিত, পথভ্রান্ত, শ্রান্ত, জীব ছুটিয়া আসে। মহারাজজীর মাধুরী দেখিয়া মনে হয় মধুময় ভগবান যেন অদূরেই দাঁড়াইয়া আছেন; তাঁহার কাছে গেলে তিনি যেন সেই শান্তি পারাবারে মগ্ন করিয়া নিবেন। কৃষ্ণের মাধুরী, কৃষ্ণের মহিমা, এমন মধুময় করে বলিতে আর কাহাকেও শুনি নাই।

তিনি নিজেই যেন কৃষ্ণ মাধুর্য্যে মধুর হইয়া গিয়াছেন। তাই জীব রূপ ভ্রমর দলে দলে তাঁর চরণে লুণ্ঠিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৫৯ সাল শ্রাবণ মাস } স্থান—রোলাণ্ড রোড শ্রীমতী সরোজ গুহের বাড়ী { সময় বৈকাল ৪টা

প্রশ্ন

প্রশ্নকারী জনৈক যুবক প্রশ্ন করিলেন—

"পুরুষকার বড় না দৈব বড়? বলবান্ কোন্‌টি?

উত্তর

শ্রীশ্রীমহারাজজী বলিতে লাগিলেন—

"পুরুষকারই দৈব। নাস্তিক বলবে, 'পুরুষাকার', অদ্বৈতবাদী বলবে, 'পুরুষাকার', দ্বৈতবাদী বলবে, 'দৈব'। চেষ্টা আছে, অধ্যাবসায় আছে, তবু কার্য্য সফল হয় না, তাকেই প্রারব্ধ বলা হয়। হঠাৎ যেটা আকস্মিক ভাবে পাওয়া যায়, তাকেই দৈব বা অদৃষ্ট বা ঈশ্বরের কৃপা বলা হয়। যদিও হঠাৎ তবুও তার জন্য চেষ্টা ছিল বুঝতে হবে। বিনা পুরুষাকারে ঈশ্বরের কৃপাও লাভ হয় না। বাইরে প্রকাশ না থাকলেও অন্তরে চেষ্টা নিশ্চয় ছিল! বাল্মিকী যখন রত্নাকর ছিলেন সদ্‌গুরুর কৃপা আকস্মিক ভাবে এলেও বুঝতে হবে, অন্তরে তাঁর সেই কৃপা পাওয়ার চেষ্টা ছিল।

"তথা পুরুষাকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৈবই পুরুষকাররূপে কর্ম্মের নিয়ন্তা হয়, পুরুষাকার আশ্রয় করেই দৈব ফল প্রদান করে। ইচ্ছা আছে, চেষ্টা আছে, সে ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে আকস্মিক অনুকূল বস্তু এসে গেলেই আমরা, দৈব' বলি, কিন্তু বাহ্যতঃ আকস্মিক হ'লেও তার মূলে চেষ্টা বা পুরুষকার ছিলই।

প্রথমেই চাই নিজের উপর নিষ্ঠা ; আত্মকৃপাই গুরু-কৃপা ও ভগবদ্ কৃপা এনে দেয়। তুমি নিজের উপর শ্রদ্ধা রেখে চেষ্টা করে যাও, তা থেকে দৈব তোমায় সাহায্য করবেই।

যেমন প্রদীপে তেল আছে, সল্‌তে আছে, আগুণ না হোলে জ্বলবে না, তেমনি তোমার শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও চেষ্টা আছে, দৈব অর্থাৎ ভগবদ্ অনুগ্রহ না হোলে সফলকাম হবে না। রবিবাবু বলেছেন—

"গাহি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে,
আশা করি প্রাণ পনে,
নিবিড় প্রেমের সজল বরষা,
যদি নেমে আসে প্রানে।
সহসা একদিন আপনা হইতে,
ভরি দিবে প্রাণ তোমারি অমৃতে,
সেই ভরসায় করি পদতলে,
শূন্য হৃদয় দান ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার যবে মন কেড়ে লয়,
জাগে না যখন প্রাণ।
তখন হে নাথ, প্রণমি তোমায়,
গাহি বসে তব গান॥”

এইজন্য অনুরাগ না এলেও অভ্যাস ছাড়তে নেই। তাঁর নাম করতে করতে নামে রুচি এসে গেলেই সব সার্থক হয়ে যাবে। অনুরাগ এলেই তাঁর কৃপা এসেছে বুঝতে হবে।

এই কথার মাঝখানে মহারাজজী মধুর হাসিয়া একবার ভক্তমণ্ডলীর পানে সস্নেহ দৃষ্টি বুলাইয়া লইলেন। হাসিতে তাঁহার প্রশান্ত মুখখানি ভরিয়া গেল, স্নিগ্ধ কণ্ঠে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

“তবে ভগবান কিন্তু ভারী হিংসুক, তিনি ভক্তকে হিংসা করেন। তাঁকে ভক্ত কতখানি ভালবাসে তার পরীক্ষা তিনি কঠোর হস্তে নেন। নানা দুঃখ, বেদনা, লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলে, দেখে নেন, কে কতখানি তাঁকে চাইছে। রোগ, শোক, অভাব, অভিযোগ, অপমান, লাঞ্ছনায় তাকে জর্জরিত করে তোলেন। ঠিক যেন, রৌদ্রতপ্ত বালুকাময় মরুভূমির পথে চলার মত। বাইরে এত দুঃখ ঢেলে দিলেও অন্তরে কিন্তু ভক্তকে ছেড়ে এক পাও যেতে পারেন না; তাই ভক্ত শত দুঃখের মধ্যেও অন্তরে এমন একটি সুখের স্পর্শ পায়, যাতে সব দুঃখ সে বরণ করে নেয়; সে বলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দুঃখের বেশে এসেছ বলে,
তোমারে আমি ডরিব না হে,
যেখানে ব্যথা, তোমারে সেথা,
নিবিড় করি ধরি যেন হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী,
তবুও তোমারে চিনিব আমি,
মরণ রূপে আসিলে তবু,
চরণ ধরি মরিব প্রভু,
যেরূপে কেন দাওনা ধরা,
তোমারে আমি ডরিব না হে।"

অনুরাগী ভক্ত তাই বাইরে যত আঘাত পায়, ততই তার ভগবানের সঙ্গে প্রেম নিবিড় হয়। তার কাছে সংসার ও অরণ্য, দুই সমান। সে তখন বলে—

"সংসারে তুমি রাখিলে আমারে যে ঘরে,
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া;
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে,
রাখিও তাহার একটি দুয়ার খুলিয়া।"

সংসারে যেখানে তুমি আমার রাখবে রেখো, শুধু তোমার প্রেমের দ্বারটি খুলে রেখো, তাহ'লে আর কোন দুঃখই আমার থাকবে না।

"সে দুয়ার খুলে আসিবে তুমি এ ঘরে,
আমি বাহিরিব সে দুয়ারখানি খুলিয়া।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরের দ্বার খুলে তিনি যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, "আমি" তখন তাঁতেই লীন হয়ে যায়।

"দুঃখ বেদনা যতই আঘাতে হানে,
সে আঘাতে, যেন তব প্রেম উঠে জাগিয়া।"

রাসমঞ্চ হ'তে কৃষ্ণ অন্তর্ধ্যান হ'য়ে গেলেন, ব্রজ-গোপীরা সেই নিষ্ঠুরতাকে কি আঘাত বলে নিয়েছিল? তারা বিরহে ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদছে, আর পরস্পরে কৃষ্ণের গুণগান করছে। তাদের বিরহ ব্যথায় ব্যাকুল হ'য়ে সেই কান্না, আর পথে পথে অন্বেষণ করা, আড়াল থেকে দেখছেন, শুনছেন আর সেই প্রেমের মাধুরী আস্বাদন করে আনন্দ পাচ্ছেন, এই তার হিংসা!

তিনি কত মধুর! কত আনন্দের ধন! তা বোঝাবার জন্যই তিনি এইরূপে অন্তরালে লুকিয়ে থেকে অনুভব করান। যেমন আলোর দ্যোতক্ অন্ধকার; অন্ধকার না থাকলে আলো কি বস্তু তা বোঝা যেত না। সুখের প্রকাশক দুঃখ; দুঃখ না থাকলে, সুখ যে শ্রেয়, তা কেমন করে অনুভূত হোত? তেমনি মিলনের মাধুর্য্য বিরহ; বিরহই অনুভব করিয়া দেয় বাঞ্ছিতের সান্নিধ্য সুখ কতখানি, শ্রেয়কে পরম প্রেয় রূপে গ'ড়ে তোলে বিরহ! তাই নিজেকে আরও মধুর হ'তে মধুরতম করতে, আপনার হতে আপন জন করতে, ভক্তের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপনা করতে, তিনি অন্তরালে লুকিয়ে থাকেন। দুঃখের পর দুঃখ ঢেলে, প্রেমিক ভক্তকে টেনে নেন আপনার বুকে! বিনা আয়াসে যদি তাঁকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিরাম পাওয়া যেতো তবে তাঁতে রুচি থাকতো না। ভরপেট যে খেতে পায়, তার আহারে আগ্রহ থাকে না। উপবাসে আহারে রুচি আসে। মিষ্টি খেতে খেতে মিষ্টিতে রুচি থাকে না। তখন্ত মিষ্টি দেখলেও অরুচি লাগে, তেমনি ভগবানকে অবিরাম পেলে আকুলতা কমে যায়। তাই তিনি যে আনন্দময়, সুখময়, তিনি যে সকল কামনার সার, তা বোঝাবার জন্যই নানা দুঃখ শোকের আড়ালে লুকিয়ে থাকেন।

যতক্ষণ আমরা সংসারে সুখ পাই, ততক্ষণ আমরা তাঁকে চাইনা, দুঃখই আমাদের ভগবানের কাছে নিয়ে যায়। গীতায় ভগবান বল্লেন—

"মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে হয়ত একজন তাঁর বিষয় জ্ঞানের লাভের জন্য যত্ন করেন। আবার যাঁরা যত্ন করেন তার মধ্যেও, সহস্রের মধ্যে হয়ত একজন তাঁর প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারেন। তাই তাঁকে পাওয়ার জন্য চাই নিষ্ঠা, সুদৃঢ় বিশ্বাস, অটুট ধৈর্য্য। এরই নাম পুরুষাকার।

গীতায় বলছেন—

"যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগে যা গরলোপম, শেষে তা অমৃতোপম শাস্ত্রে বলে, সেই সুখ সাত্ত্বিক নিশ্চয়। সাধনে অনন্ত দুঃখ। সিদ্ধিতে অনন্ত সুখ। ভগবানকে পাওয়াই পরম সুখ, চরম চাওয়া। কিন্তু আমরা ত' তা চাই না। আপাতমধুর সহজ প্রাপ্য বস্তুতেই আমাদের লক্ষ্য! তাই পথভুলে শুধু দুঃখই পাচ্ছি।

ফুটবল ফিল্ডে, সিনেমা হাউসে, লোক ধরেনা, কিন্তু হরিসভায় দু'দশজন আসে, তার কারণই হল আমাদের দৃষ্টি ক্ষণিক সুখের দিকে। এই রাজসিক সুখ, পরিণামে দুঃখই এনে দেয়।

গীতায় বলছেন—

"বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্।"

"আগে লাগে সুধাসম, শেষে আসে বিষ"; রাজসিক সুখ ইহা। ইহাই লাভের জন্য আমাদের নিত্য নিরন্তর লালসা। ঘর বাঁধলাম, সুন্দরী মনোরমা জায়া, বাড়ী গাড়ী কিছুরই অভাব নেই, সুখের সাগরে ডুবে গেলাম। হঠাৎ দেখা গেল, যাকে ঘিরে সংসার বেঁধেছিলাম, সেই চলে গেল, অথবা দুরারোগ্য ব্যাধি এলো, নয়তো পুত্রশোক এলো, এমনি সংসার সুখের কামনায় দুঃখের চরম পরিণতি; আগে সুখ পরে দুঃখ।

কিন্তু ভগবানকে পেতে গেলে প্রথমে অশেষ দুঃখ পেতেই হবে। অর্জ্জুনকে বল্লেন—"তোমা সম প্রিয় নাই।" সেই অর্জ্জুন কি কম দুঃখ পেয়েছিলেন? বলিকে কম হিংসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করলেন? দুঃখের আগুনে তিনি ভক্তকে পুড়িয়ে পরিশুদ্ধ করে, "খাটি-সোনা করে নেন। রবিবাবু বলছেন...

"এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে,
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে..."

দুখের আগুন ছাড়া এই জীবন পরিশুদ্ধতা লাভ করে না। সুখ দুঃখের দিকে না তাকিয়ে, তাঁর নাম নিয়ে, কর্ত্তব্য কাজ করে গেলেই তাঁর কৃপা এসে যায়।

অর্জ্জুনকে বলছেন...

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূ মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।

(২য় অঃ ৪৭ শ্লোঃ)

"মা ফলেষু কদাচন..." কর্ম্মফলের দিকে চেও না। সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় কোন দিকে না চেয়ে যে কর্ম্মে তোমার অধিকার সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে যাও। আমরা সেই মত যদি চলতে পারি, তবে আর ভাবনা থাকে না।

মায়া ত তাঁরই অধীন। মহামায়া জড়প্রকৃতি। যোগমায়া পরাপ্রকৃতি। মহামায়া সংসারে বদ্ধ করেন। যোগমায়া পরমাত্মায় যোগ করেন। তাঁর কৃপা না হোলে এই মায়া বন্ধন হতে মুক্ত হওয়া যায় না। তিনি নিজেই বলেছেন...

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

৭ম/অঃ ১৪ শ্লোঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

 Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁরা একমাত্র তাঁহারই শণাগত হয়ে ভজনা করেন, তাঁরাই কেবল এই সুদুস্তরা মায়ানদী পার হতে পারেন। তাঁর চরণে লেগে থাকলে, তিনিই এ'হোতে মুক্ত করেন।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে আছে...

"ভুমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগনা ইব॥"

(৭ম অ: ৪-৭ পাঠ)

প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানই এই জগতের কারণ। তাতে জড়-অজড়, পরা-অপরা, সবই গাঁথা আছে, কিন্তু সেই চৈতন্যপুরুষ সবের কর্ত্তা রয়েও অকর্ত্তা, যেমন সূতোয় মুক্তোর মালা গাঁথা থাকে। মুক্তোগুলি সূতো অবলম্বন করে রয়েছে, কিন্তু সূতো নিজে নির্লিপ্ত; সূতো খুলে দাও, তৎক্ষনাত মুক্তো হ'তে বেরিয়ে আসবে।

এই জগতে আমরা প্রয়োজনীয় যা কিছু পাচ্ছি সবই কৃষ্ণের বিভূতি; সূর্য্য তাঁরই তেজে তাপ দিচ্ছে, চন্দ্র তাঁরই জ্যোতিতে আলো দিচ্ছে, মেঘ জল দিচ্ছে, পৃথিবী শস্য দিচ্ছে। তাঁকে জান্‌লে তিনি ছাড়া কিছুই নেই দেখা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
(৬ষ্ঠ অ: ৩০ পাঠ)

রাধা প্রেম বলছে...“সখি যত্র যত্র নেত্র পড়ে
তত্র তত্র কৃষ্ণস্ফুরে॥

পা ফেলব কোথায়? সবখানেই যে তিনি! ইহাই হলো পরা ভক্তির চরম অবস্থা। এরূপ অনুরাগী সংসারে থাকুক বা কাননে থাকুক, সর্ব্বত্রই সমান। সে সর্ব্বদা তাঁতেই মগ্ন থাকে।

তার তখন আপন পর ভেদ নাই। উচ্চ নীচ বোধ নাই। সবের মধ্যে তাঁকেই অনুভব করে আপনাতে আপনি বিভোর হয়ে থাকে।

তাই বলে কি সে কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে? তখন সে অন্তরে যোগ, বাইরে কর্ম্ম, দুই করে চলে। এই এর সমতা সে রক্ষা করে চলে। জনকাদি রাজঋষিগণ অন্তরে যোগী বাহিরে ভোগী ছিলেন। বাহিরের ভোগ তাঁদের অন্তরের যোগকে ছিন্ন করতে পারিনি। তাই বলছি সংসারে থেকেও একান্ত অনুরাগ দ্বারা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা যায়। ব্রজগোপীদের আর শাস্ত্র পড়ে ও সাধনা ক'রে কৃষ্ণ পেতে হয়নি। তাঁরা সংসার করতেন, প্রাণটি কৃষ্ণে সমর্পণ করে রেখে।

“অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই হোল পরাভক্তির শেষ ক্রম।

কৃষ্ণ প্রেমিক কৃষ্ণ বিনা একতিল থাকতে পারে না। সর্ব্বদা প্রিয়তমের চিন্তা করতে করতে তার তন্ময়তা এসে যায়। জ্ঞানীর সমাধি যা, ভক্তের তন্ময়তাও তাই। সেই তন্ময় দৃষ্টি দ্বারা ভক্ত সর্ব্বভূতে তাঁকেই দেখে। তখন স্থাবর জঙ্গম সবই কৃষ্ণরূপ ধারণ করে। কাঁচপোকা যখন তেলাপোকাকে ধরে তখন সে তন্ময় হয় ভয়ে।

সর্ব্বত্র সে তখন তার শত্রুকে দেখে, তাই পালাবার পথ পায়না। কৃষ্ণপ্রেমিক প্রেমে তন্ময়তা লাভ করে। তাই সর্ব্বত্র প্রেমাস্পদকেই দেখে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন, কৃষ্ণভাবে ভাবিত হয়ে। তিনি বলতেন—

"তোমার বিহনে প্রভু ক্ষণ মাত্র কাল
যুগ বলি মনে হয় হে প্রিয় রসাল॥"

কৃষ্ণ বিরহ এক তিলে প্রেমিকের প্রেম শতগুণ বাড়িয়ে দেয়। তিনিও এই প্রেম জাগিয়ে রাখবার জন্য বার বার অদর্শন হন। এই বিরহ বেদনার মধ্যেও প্রেমিক একটা নিবিড় সুখানুভূতি পায়—

রবিবাবু বলেছেন—

"দুয়ারে বসিয়া দ্বারে, ভিখারী হৃদয় হা রে,
দেখা নাহি পাই, শুধু ব্যথা পাই
তাও মনে ভাল লাগে,
প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সুন্দর, সরস, মাধুর্য্যপূর্ণ বাণী এই খানেই শেষ হইল। বাহিরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। মহারাজজীর শ্রীমুখ ভক্তের প্রেমবর্ণনায়, প্রেমমাধুর্য্যে ঢল ঢল করিতেছে। নয়ন ছল্ ছল্ করিতেছে ঐশী প্রীতিতে। মাথা হেলাইয়া বলিলেন, "আজ উঠা যাক্।"

একটি ভদ্রলোক, তাঁর নাম আমার জানা নাই, ইনি প্রায়ই প্রশ্ন করেন। তাঁকে দীঘাপতিয়ার রাণী, হেমলতা মা বল্লেন,

"আপনি কি মহারাজজীর কাছে দীক্ষিত ?"

ইহার উত্তরে মহারাজজী হাত নাড়িয়া বলিলেন, "না।"

তাহাতে সেই ভদ্রলোকটি মহারাজজীর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন,

"আমি দীক্ষিত নই, তবু আপনাকে আমার ভাল লাগে, তাই প্রশ্ন করে নিজের জ্ঞান সঞ্চয় করি।"

প্রসন্ন হাসিতে আননখানি উজ্জ্বল করিয়া মহারাজজী বলিলেন, "বেশ ত! এতে কোনই বাধা নেই। সাধুদের কাছে সব সমান, তারতম্য কিছুই নেই। যেমন জল; পিপাসু মাত্রেরই পিপাসা নিবারণ করা তার ধর্ম্ম; তার কাছে, প্রিয়, অপ্রিয় কেহ নাই, উচ্চ, নীচ বিচার নাই, তেমনি যাঁরা সাধু, তাঁদের কাছে শিষ্য, ভক্তে কোনই তারতম্য নেই! যার যতটুকু পিপাসা সে ততটুকু নিতে পারে।"

এই মহাত্মা মহামানবের মহাপ্রাণতা সমুদ্রের মত গভীর! আকাশের মত উদার! বায়ুর মত নিস্পৃহ! ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু! রাত্রির মত নীরব! সুষুপ্তির মত সুখদায়ী! জননীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত স্নেহশীল! পিতার মত কর্ত্তব্যপরায়ণ! সখার মত আনন্দদায়ী! বন্ধুর মত সহযোগী! যিনি সবার সবাই তাঁর। তাঁকে "আমার" করে ঘরে বন্ধ কে করবে?

তাঁর নিজেকে জলের সঙ্গে তুলনা করতে দেখে অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। নিখিল গুরুর সত্তা তাঁর মধ্যে যেন সমাহিত হয়ে রয়েছে। ধর্ম্মপিপাসু, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, স্নেহ-পিপাসু যে যায়, সেই পরম তৃপ্ত হয়ে আর তাঁকে ছাড়তে পারে না, যেন চুম্বুকের গায়ে লৌহের মত লগ্ন হয়ে যায়।

তাঁহার অরুণ নয়ন দুটি ভগবদ্ প্রেমে করুণ হয়ে ছল্ ছল্ করে। যে তাপিত চিত্ত তাহা দর্শন করে, সেই ধন্য হয়ে ভাবে বুঝি তাহার অন্তর তাপেই উহা অমন স্নেহ সকরুণ! তাই, বুঝি, যুবা, বৃদ্ধ, নরনারী, সবাই ঐ চরণের তলে, নয়নের জলে বলতে চায়,

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi